মহামিলন

নাটক

[স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য

শ্রীশৈলেশ্বর বসু সর্ব্বাধিকারী

ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

আশ্বিন—১৩৫২

প্রিণ্টার
শ্রীনীরদ চন্দ্র ঘোষ
"রতি প্রেস"
১৫, রায়বাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

স্বর্গীয়া জ্যেষ্ঠা সহোদরা লাবণ্যময়ী মিত্রের উদ্দেশে

ছোট্দি !

আমার ন'বছর আগে তুমি আমাদের সংসারে রূপ-লাবণ্য, স্নেহ-মমতা নিয়ে এসেছিলে—ক্ষণপ্রভার মত ; যৌবন-মাধুরী মাতৃত্বে বিকশিত হ'তে না হ'তে, চ'লে গেলে—স্বপ্নের মত...আজ সুদীর্ঘ ন'বছর ! কিন্তু তোমার সঙ্গে পরিচয় কেবল আমার শৈশব জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ; কৈশোর এসে যে দিন থেকে আমায় প্রবাসী ক'রে নিয়ে গেল, সেইদিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা...তোমার পরিণয়বাদনে। তা'রপর···সুদীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে তুমি কতবার পিত্রালয়ে এসেছ, আমিও প্রবাস হ'তে কতবার নিজের গৃহে এসেছি ; কিন্তু তোমার সঙ্গে আর দেখা হল না ! কিশোর বেলায় প্রবাসী হ'য়ে, ছাত্রাবস্থায় তোমার জন্যে যে কত কেঁদেছি, তা' যদি তুমি জানতে, তাহ'লে আজও একটু কষ্টের লাঘব হ'ত ! কিন্তু তুমি এ জগৎ ছেড়ে যাবার আগে হয়ত আমায় ভুল বুঝেই চ'লে গিয়েছ। তাই আজও একটা নিষ্ফল ক্রন্দন কেবল···নিরাশায় জেগে উঠে', গভীর দীর্ঘশ্বাসে আকাশ-বাতাসে মিলিয়ে যায় !

কিন্তু, ছোট্‌দি, ছেলেবেলায় কতদিন আমাদের রংমহলে ও চণ্ডীমণ্ডপে ভাইবোন্ মিলে যে অভিনয় আমারা ক'রেছি, তার স্মৃতিটুকু আজও মাঝে মাঝে এ ব্যথিত চিত্তে শ্বেত-চন্দন-পরশের মতই অনুভব করি। আমাদের বাড়ীতে এক কালে যে-সব যাত্রা ও থিয়েটার হ'ত, তার অনুকরণ করতে তুমি কত চেষ্টাই না করতে। আমাদেরও কী উৎসাহই না দিতে! সেই তখনকার দিনে তোমার কএকটা স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রের নকল-অভিনয় কতদিন পরে আজও আমার মনে পড়ে। তাই, আজ জীবনের অশ্রান্ত ব্যথা-বেদনার কল্লোলের মাঝখানে লক্ষ্যহারা তারকার মত আমি চঞ্চল হ'লেও মাঝে মাঝে সে-দিনের স্মৃতি টুকুই এসে আমায় নিশ্চল ক'রে দেয়। তোমার সেই অভিনয়ের স্মৃতিকেই উজ্জ্বল রাখবার জন্যে আমার এ ক্ষুদ্র উপহার তোমার উদ্দেশেই সঁপে দিচ্ছি।

বহরমপুর,
মুর্শিদাবাদ

তোমার ব্যথাহত **শৈলেন**

দ্রষ্টব্য

স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীগণের উপযোগী নাটক খুব কমই চোখে পড়ে বঙ্গমঞ্চের জন্য নাটক লেখা যদিও একটা দুরূহ কাজ, স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের উপযুক্ত প্রকৃত নাটক লেখা কিন্তু যেন আমার কাছে আরও দুরূহ কাজ ব'লেই মনে হয়। লেখকের বয়স ও চিন্তার ধারা, অনেক সময়ে পুনর্মূষিক হ'য়ে একেবারে স্কুলের গণ্ডীর মধ্যে ধরা দিতে চায় না, তাই অনেক সময়েই জোর ক'রে কল্পনাকে শাসন করতে গিয়ে, তার আসল প্লটটাকে একেবারেই নষ্ট ক'রে ফেলা হয়।

স্কুলের উপযোগী একখানি প্রকৃত সম্পূর্ণ নাটকের অভিনয় ছাত্র ছাত্রাদের ভাগ্যে বড় একটা ঘটে' ওঠে না অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় —কোনো বিখ্যাত নাট্যকারের একখানা প্রসিদ্ধ নাটকের ক'একটা নির্ব্বাচিত দৃশ্য নিয়ে তারা অভিনয় করে কিন্তু, তা'তে অভিনয়ের দিক দিয়ে সাফল্য যতটাই হোক্, পূর্ব্বাপর ঘটনার সমাবেশে একটা অখণ্ড কাহিনীর আস্বাদ তারা পায় না, এবং সেই কারণেই অনেক সময় অভিনয়ের পর সকলের মনে তেমন একটা আধিপত্য তা'রা বিস্তার করতে পারেনা। তাই, তাদের অভাবটা পূরণ করবার বাসনাতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস

ক'একটী স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণের উৎসাহেই আমি এই প্রথম এ কাজে ব্রতী হ'য়েছি। জানি না, আমার এ পরিশ্রম কতটা

সফল হ'বে। তবে যদি কিছু মাত্র সাফল্য লাভ ক'রতে পারি, তাহ'লে ভবিষ্যতে এ পথে কিছু দূর অগ্রসর হ'বার বাসনা আছে।

এই নাটকে স্ত্রী-চরিত্র খুব বেশীই আছে। ইহার মূল কারণ এই যে, ছাত্রীদের জন্যই এখানা লিখতে আরম্ভ করি। তবে, ছাত্রদের মধ্যেও নির্দ্দোষ স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়ে কোনো ক্ষতি নেই ব'লে, ছাত্রদের উপযোগী ব'লেও নাটকখানিকে মনে করি। যদি অবশ্য স্ত্রী-চরিত্রের বাহুল্যের জন্যই কোনো শিক্ষক নাটকখানিকে অমনোনীত করেন, তবে সে কথা স্বতন্ত্র

এই পুস্তকের প্রচ্ছদ পটের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য দোষ সম্পূর্ণ আমার কারণ, ক একজন বন্ধুর অনুরোধে আমাকেই তা' আঁকতে হ'য়েছে। কিন্তু মোটেই আমি শিল্পী নই। হয়ত তাই আসল চিত্রের অনেক কিছুই নকল চিত্রে পরিস্ফুট হয়নি। তবে, আমার এই সর্ব্ব প্রথম চিত্রাঙ্কন ব'লে হয়ত অনেকে আমায় ক্ষমা করবেন। শুধু তাই নয়, নানা কারণে পুস্তকের অনেক স্থলেই দু'একটা দোষ ঘটেছে; শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ সেগুলো শুদ্ধ ক'রে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালে, আমি তাঁদের কাছে ঋণী থাকবো।

যাঁরা এ বিষয়ে আমায় উৎসাহিত ক'রেছেন তাঁদের সকলের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ইতি—

৩৯ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

বিনীত **শ্রীশৈলেশ্বর বসু সর্ব্বাধিকারী।**

চরিত্র

পুরুষ

জয়ন্ত	গৌড়ের রাজা
দুর্জ্জয়	জয়ন্তের মন্ত্রী
শিবনাথ	রাজ-পুরোহিত
অজয়	জয়ন্তের পুত্র
অনল	দুর্জ্জয়ের পুত্র
মলয়	শিবনাথের পুত্র
শ্যামল, নিশীথ, মরু, কমল, শিবেন	অজয়, অনল ও মলয়ের সহপাঠী
উদাস	কবি ও দার্শনিক

শিক্ষক, পাঠশালার ছাত্রবৃন্দ, ভিক্ষুক, অনুচর প্রভৃতি।

স্ত্রী

ইন্দিরা	জয়ন্তের পত্নী
শ্যামলী	ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা
বিজলী	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা
প্রভাতি	ঐ পালিতা কন্যা
আরতি, বীণা, লীনা, ইরা, মীরা	বিজলী ও প্রভাতির সখী

শিক্ষয়িত্রী, পাঠশালার ছাত্রীবৃন্দ, পাগলি ও

মহামিলন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গৌড়; প্রাসাদ-মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণ; কাল—প্রভাত।

[প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্ব হইতে প্রভাত-সূর্য্যের রক্তরাগ কিরণধারা সকলের মুখে আসিয়া পড়িতেছে। একদিকে **ইন্দিরা** ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে বসিয়া আছেন; তাঁহার বিপরীত দিকে যুক্ত করে জানু পাতিয়া বসিয়া…**বিজলী, প্রভাতি, আরতি, বীণা** ও **লীনা** গান গাহিতেছে—]

গান (সুর—ললিত)

রজনী প্রভাতিল, দূরীভূত তমসা;
বিহঙ্গ জাগিল,—নিরাশায় ভরসা;
জাহ্নবী-কূলে-কূলে—দূর তরু-মূলে-মূলে
সোনার কিরণ-বরষায়
কিবা মধু আঁখি-পাতে!—শ্রবণে গভীর রাতে
সুরের লহরী বেণু ঢালে যথা সরসা।
এমন মোহন জ্যোতিঃ যাহার প্রভায় রে!
প্রণমি প্রভাতে উঠি' দিনের সে রাজারে।

(গান শেষে সকলের নমস্কার)

[যখন গান চলিতেছিল তখন জয়ন্ত নিঃশব্দে আসিয়া সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। গান শেষ হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে কথা বলিলেন—]

জয়ন্ত। [স্বগতঃ] মধুর ! মধুর !—ভুল হয় সব !
কি-মোহিনী মায়া আছে সঙ্গীতের মাঝে—
ভুলায় যা ক্ষণ তরে দুঃখ-চিন্তা যত !
কি-সে শক্তি সুর-লয়-মাঝে !
বিশ্ব হ'তে দূরে যাহা মানব চিত্তেরে
ল'য়ে যায় সঙ্গীহারা ক'রে !

[প্রকাশ্যে] ইন্দিরা ! ইন্দিরা !
ধন্য গণি নিজেরে আজিকে !
উচ্চ আশা, প্রাণপণ করিলে যতন,
ব্যর্থ কোথা হয়নাক কভু
যে-শিক্ষা পিতার গৃহে তব বাল্যকালে,
লাভ ক'রে এসেছ হেথায়—
তাহার সুফল আজ লভিয়াছি আমি

ইন্দিরা। (সচকিত হইয়া, শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া)
একি কথা কহ তুমি আজ ?
আমি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র নারী ,
শিক্ষা-দীক্ষা হেন নাই কিছু,
ধন্য যা তে করিবারে পারি

তব সম গুণবান্ জনে।
কহ ত্বরা—উপহাস করিতেছ বুঝি ?

জয়ন্ত। জানি আমি তুমি গুণবতী .
নিজমুখে নিজগুণ কভু ভুল ক্রমে,
মানিবে না সাধুজন সম।
কিন্তু আজ, সার্থক তোমার
শিক্ষাদান ইহাদের প্রতি।
বুঝিলাম, সঙ্গীতের শিক্ষা শুধু
দাও নাই তুমি ইহাদের ;
প্রেম-ভক্তি-দয়া-মায়া-চিত্ত-বিশুদ্ধতা—
সকলই সন্তানজ্ঞানে শিখায়েছ সবে ;
নহে, কভু এহেন মধুর গীত
নাহি শোনা যায়।
সত্য, সত্য, অতি সত্য, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা হেথা
নাহি কিছু গীত-বিদ্যা হ'তে।
তাই যারা কঠোর সাধনা করে,
তারাই লভিতে পাবে বিদ্যা এ মধুর ,
তারাই ভোলাতে পাবে শোক-দুঃখ ক্লেশ।

প্রভাতী কিন্তু পিতা ! অজয় দাদাবে
ব'লে ব'লে ক্লান্ত হ'য়ে গেছি ,
লেখ-পড়া গান কভু করে না ত আর।

বলি যদি কিছু,
তোলে হাত অম্‌নি মাথায়।
শেখে নাক গান, শেখে নাক কিছু।

জয়ন্ত। (মৃদু হাস্য করিয়া) সত্যি ? এ বড় অন্যায় !
সমুচিত শাস্তি তা'রে দেব আজ হ'তে।
[ক্রুদ্ধভাবে] না ইন্দিরা ! চোখের সম্মুখে
চতুর্দ্দশ বর্ষকাল হ'ল প্রবাহিত ;
দেখিলাম এতকাল মধুর আচারে ;
কিন্তু, কিছু আশাপ্রদ অজয়ের মাঝে
দেখিনা ত আমি।
দিন দিন দূরে চ'লে যায় সত্য ছাড়ি'
মিথ্যার আলয়ে—চির অসত্যের দিকে।
ধন-মান-যশঃ—সব হ'বে বৃথা—
যদি মোর একমাত্র পুত্রেরে সবে,
গুণহীন, কুলাঙ্গার বলে ;
মূর্খ বলি ঘৃণা ক'রে তারে,
নিদারুণ শেল হানে মোর হৃদিমাঝে।

প্রভাতী। মা। মা ! যাবো নাকি মোরা
পাঠ হেতু পাঠাগারে সবে ?

বিজলী। পাঠশালে দেরী আছে যেতে ;
চল ভাই ! ঐ ঘরে গিয়ে,
পড়াশুনা করি ততক্ষণ।

আরতি। মা। মা।

ইন্দিরা। বুঝিতেছি কি বলিবে আরতি আমায়।
অন্ধমাতা আছে তব ঘরে.
ছোট ক'টি ভাই ভগ্নি তবে
গৃহ কৰ্ম্ম আছে তব প'ড়ে।

আরতি। তবু, পাঠ করি আমি কাজ-কৰ্ম্ম শেষে,
বড় সাধ বিদ্যা-শিক্ষা-লাভে

জয়ন্ত। আরতি। আরতি।
যে আশা অন্তরে পুষি' বাল্যকাল হ'তে
প্রাণপণ করিয়া যতন,
শতকৰ্ম্ম শেষ করি', ঘোর রজনীতে
মানসী দেবীরে তুমি কর আরাধনা,—
ব্যর্থ কভু না হইবে তাহা।
করি আশীর্ব্বাদ—
সতী হও, জ্ঞানী হও, সুখী চিরকাল।

ইন্দিরা। (জয়ন্তের প্রতি) দেখিয়াছ কভু,
দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা এত কাজ করে?
আমি সব দেখেছি নয়নে।
শয্যা ত্যজি' প্রাতঃকৃত্য করি',
শুদ্ধাচারে জগৎ পিতারে
বন্দিয়া আকুল চিত্তে,
দিবসের কৰ্ম্মভার তাঁহারই চরণে

করে সে অর্পণ ; তারপর,
আসে চলি' গীত-শিক্ষা হেতু
মোর পাশে, কেহ না আসিতে।
গীত-শিক্ষা শেষে,
ফিরি' গিয়া আপন আবাসে,
ছোট ছোট ভাই-ভগ্নিদের
ধোযাইযা মখচোখ খাওয়াবে যতনে।
তারপর, মাতার চরণে নমি',
সংসারের কার্য্যভার করিবে গ্রহণ।
পাঠশালে যাইবার কী বাসনা প্রাণে।
সংসারের তরে শুধু তাহার এমন
সাধের বাসনা টুকু হয় না পূরণ !
আহা। মরি তা'র দুঃখে আমি।

আরতি। দুঃখ কিন্তু কিছু নাই মোর।
পরের সেবায সঁপি' ক্ষুদ্র এ জীবন,
সার্থক সকলই গণি ;
আনন্দে গৌরবে ভ'রে ওঠে প্রাণ।
দুঃখ তারা করে, যারা স্বার্থপর নিজে !

জয়ন্ত। (আরতির মাথায় হাত দিয়া) আহা মরি। মরি।
বহু বরষের সে-কি অভিজ্ঞতা—
ক্ষুদ্র এ তোমার মাঝে আছে লুকাইয়া !
পূর্ব্বজন্মে ছিলে জ্ঞানী কেহ —মনে হয়।

ধন্য তব আঁখিহারা মাতা,
ধন্য তব ভাই ভগ্নি, ধন্য মোরা সবে।
যাও বৎসে। জননী তোমার
চেয়ে আছে তব পথ পানে।

আরতি। তবে আসি?

(জয়ন্ত ও আরতির চরণধূলি লইয়া **আরতির** প্রস্থান। পরে, **জয়ন্ত** ব্যতীত প্রথমে **ইন্দিরার** ও একে একে অন্য সকলের প্রস্থান)।

জয়ন্ত। কারে দোষ দেব?—বিচিত্র সকলই।
একই গর্ভে জন্ম লাভ করি',
জননীর পুত্র কন্যা যত—
কেহ নয় কাহারও তুলনা,
বিভিন্ন প্রকৃতি হয় ভাই ভগ্নিদের।
কেবা দায়ী?—জনক জননী সুনিশ্চয়।
কোন্ লগ্নে কেবা জন্মে হেথা,
কিবা ফল তার, কে বলিতে পারে?
কিন্তু তবু—যত্নে কৃতে ন সিদ্ধতি যদি,
কোঽত্র দোষঃ।
আমি তার পিতা;
প্রাণপণ যদি করি তার শুভ তরে,
সুফল নিশ্চয় তার পাবো মনে হয়।

এখনও সময় আছে, এখনও পারিব
তাহারে ফিরাতে, যদি অন্য পন্থা ধরি।
রূঢ় হ'তে হ'বে আরও মোরে।

(ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য-পথ-পার্শ্ববর্ত্তী বৃদ্ধ পণ্ডিতের পাঠশালা।

[পণ্ডিতের সম্মুখে দুইধারে দুইটি সারি, একটি সারিতে বালকগণ ও অপর সারিতে বালিকাগণ। কাহারও বয়স দ্বাদশ বৎসরের অধিক নহে]।

পণ্ডিত। (হস্তস্থিত বেত্রটা সম্মুখস্থ টেবিলে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া) সবাই একসঙ্গে বল্—এক কড়ায় পোয়া গণ্ডা।

সকলে। (উচ্চকণ্ঠে) এক কড়ায় পোয়া গণ্ডা।

পণ্ডিত। দু'কড়ায় আধ গণ্ডা।

সকলে। দু'কড়ায় আধ গণ্ডা।

[এই ভাবে দশ কড়া পর্য্যন্ত পড়ান হইলে]

পণ্ডিত। এই ট্যারা। এদিকে আয়! আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে তা'র পরথেকে তুই আগে আগে ব'লে যা।

ট্যারা। (চারিদিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া)—পণ্ডিত মশাই! কাল প'ড়ে গিয়ে হাতে বড্ড লেগেছে,—চেঁচালে কষ্ট হয়।

পণ্ডিত। (চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া) চুপ ফাজিল ছেলে। হাতে বেদনা হ'য়েছে ত মুখে বলতে কি ?

ট্যারা। আজ্ঞে বড্ড লাগে।

পণ্ডিত। কোথায় ?

ট্যারা। এই—পেটে পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত। বটে। মুখে হ'ল কথা বলা, তাই হাতে হ'ল বেদনা, আর লাগ্‌লো গিয়ে পেটে।—যা গাধা। তোর কোনো বুদ্ধি নেই। লেখা-পড়া তোর কিচ্ছু হ'বে না।

খেঁদো। আজ্ঞে, ও তা হ'লে ওর বাবাকে গিয়ে বলুক না পণ্ডিত মশাই, ওর নাম কাটিয়ে নিতে ?

পণ্ডিত। (সজোরে ধমক্ দিয়া) তুই থাম্ জ্যাঠা ছেলে।

শিবী। (ছাত্রীদের ভিতর হইতে) জ্যাঠা ছেলে কি পণ্ডিত মশাই ?

পণ্ডিত। জ্যাঠা কাকে বলে জানো না ?

খেঁদি। জানি পণ্ডিত মশাই।—বাবার ছোট ভাইকে— নাথুড়ি— বড ভাইকে পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত। ঠিক্, তাই।

খেঁদো। কিন্তু, আমি কি ক'রে জ্যাঠা হ'বো ?—আমার যে পণ্ডিত মশাই বিয়ে হয়নি।—

পণ্ডিত। (সরোষে) হ'য়েছে কিনা দেখাচ্ছি দাঁড়া। (বলিয়া যাহারা যাহারা কথা বলিয়াছিল, তাহাদের গায়ে দু'চারি ঘা সজোরে দিয়া, ঘুরিয়া আসিয়া স্বস্থানে বসিলেন ও দ্বিতীয় বালককে সম্বোধন করিবার

জন্য সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে না করিতেই—দ্বিতীয় বালক **মধো** উদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া একবারে পণ্ডিতের সম্মুখে দাঁড়াইল।)

পণ্ডিত। (সচকিত হইয়া) কিরে মধো! তোর কি হ'য়েছে ? অমন ক'রে—না ডাকতেই ছুটে এলি যে ?—

মধো। (পেটে হাত দিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিয়া)—উঃ! পণ্ডিত মশাই! বড্ড পেট কামড়াচ্ছে!—বাইরে যাবো পণ্ডিত মশাই!

পণ্ডিত। পায়খানায় যাবি নাকি ?

মধো। আজ্ঞে হাঁ।

পণ্ডিত। শীগ্‌গির পালা! যা এখ'নি, নইলে আবার কাপড় জামা—(**মধো** একছুটে পগাড় পার হইয়া, পিছন ফিরিয়া একবার মুচ্‌কি হাসিয়া পলায়ন করিল। বালকবালিকারা উহা দেখিতে পাইয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিল)—এই! তোরা হাসছিস যে ?—দাঁড়া। বলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে)—

সকলে। না, আর হাসবোনা পণ্ডিত মশাই!

[পাঠশালের সম্মুখবর্ত্তী পথ দিয়া নিবিষ্ট চিত্তে গান করিতে করিতে অতি ধীরে **উদাসের** প্রবেশ, তাহার দৃষ্টি দূর আকাশে নিবদ্ধ]

গান (সুর—পূরবী)

দিগঙ্গনার অঙ্গনে কে রক্ত তুলি মাখিয়েছে।
লাল আলোকের ঝর্ণা ধারায় পরাণটি কার
মাতিয়েছে।

বিশ্বে চলে রাত্রিদিবা নিজেব নিযে গণ্ডগোল,
স্বার্থ-সাধন-সুখ-বাসনা নিয়েই শুধু বাজ্‌ছে ঢোল।
কেউ দেখেনা চোখ্‌টা তুলে,
　　　　　　আসেপাশে উদ্বে ভুলে,
ভাবুক শুধুই ভাবের কূলে
　　　　　　আকাশ বাতাস জাগিযেছে।

[গান একবাব মাত্র গাওযা হইতে না হইতেই বালকবালিকাদেব মধ্যে ক' একজন উদাসেব দিকে একবার চাহিযাই উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল— "ওবে সেই লোকটা বে।" বলিয়াই ছুটিযা আসিযা একেবারে উদাসেব পিছু পিছু বলিতে বলিতে চলিল—]

খেঁদি। ও বন্ধু। কোথা যাচ্ছ ?

[বুঁচি, নসী, খেঁদো' হরে' হাঁদা, টুনু, শিবী— " গান থামালে কেন বন্ধু ?" অবশিষ্ট বালকবালিকাগণ—"ও পাগল। পাগল। কোথা যাচ্ছ ?" বলিতে বলিতে কেহ উদাসেব হাত, কেহ বা তাহাব কাপড ধবিল]

উদাস। [মৃদু হাসিযা, নিকটবর্ত্তী বালকবালিকাদের মাথায় এক এক বাব সস্নেহে হাত দিযা] এই যে, তোমাদেব সবারই বাড়ীতে যাচ্ছি।

খেঁদি। আমাদেব বাড়ী যাবে ?

উদাস। (ঘাড নাড়িয়া) হুঁ।

খেঁদো। গান গাওনা আব একটা, শুনি ?

উদাস। না, আমি আব গাইতে পারবো না। তোমরা ত আমার গান শুনেছ। এইবারে তোমরা সবাই মিলে আমায় একটা গান শোনাও।

শিবী। একই গান ত সবাই জানে না

উদাস। কেন?—আমার সেই গানটা গাও।—সেই বাংলাদেশের গান?—না, এখন থাক্।—আমি ঐ খোলা যায়গাটায় গিয়ে বস্‌ছি, তোমাদের ছুটি হ'লে ঐ খানে যেও, এখন যাও পড়া শেষ ক'রে এসগে। পণ্ডিত মশাই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

পণ্ডিত। (জনান্তিকে কোত্থেকে একটা ছোঁড়া এসে শ্রীচৈতন্যের মত বিশ্বপ্রেমে ছোঁড়া-ছুঁড়িদের হৃদয় অধিকার ক'রে নিলে। ওটা পাগল নাকি?—কিন্তু, পাগল ত ঠিক্ নয়। সহজ মানুষের মতই বেশ কথা বলছে— দেখছি।

উদাস। [ঊর্দ্ধে এক দৃষ্টে চাহিয়া, স্বগতঃ] অদ্ভুত জীবনের রহস্য। এই ক্ষুদ্র প্রাণীদের মন ও হৃদয় কত সবল, কত পবিত্র। নবনীর মত কোমল, পূর্ণেন্দু-জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ, জাহ্নবী-জলের মত পবিত্র। অথচ এই মন, এই হৃদয়—সংসারের কঠোর সংগ্রামে পীড়িত, লাঞ্ছিত হ'য়ে তা'র সমস্ত সারত্ব, সব টুকু পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে। উঃ। কি নির্দ্দয় বিধাতা।—তবু, যতটুকু এদের সঙ্গ পাওয়া যায়, ততটুকুই নিজের লাভ। সাধ হয়, জগতের শিশুদের নিজের ইচ্ছামত গ'ড়ে তুলি। কিন্তু, সে একটা কবির কল্পনা, উন্মাদের প্রলাপ।

খেঁদো, শিবী, নসী, খেঁদি—হরে', হাঁদা ও টুনু। (একছুটে পাঠশালের ভিতরে ঢুকিয়া বই বগলে করিয়া) পণ্ডিত মশাই। আমরা যাচ্ছি।—আমাদের ছুটি।—যাই পণ্ডিত মশাই?

পণ্ডিত। [স্বগতঃ] এ তো ভারী মুস্কিল হ'ল দেখছি।- যাক্‌গে— ওদের বাপ মাই বুঝবে। শাসন করতে গেলে, ছেলেমেয়ে গিয়ে বাপ-মাকে

নালিশ করবে, আর তাঁরা আমার অন্নটাকে মারবেন। না, দরকার নেই। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রকাশ্য কণ্ঠে] আচ্ছা, আজ যা সবাই ! তোদের আধঘণ্টা আগে ছুটি দিলাম।

সকলে। প্রণাম পণ্ডিত মশাই।

[খেঁদো, শিবী, খেঁদি, হরে', হাঁদা ও টুনু—উদাসের সঙ্গে গান গাহিতে গাহিতে চলিল ও অন্য সকলে প্রস্থান করিল।]

গান [সুর—" আজি গো তোমার চরণে জননী !"]

[বিশ্বের ধন নিঃস্ব হ'য়েছে চরণ-পদ্মে যাব.
তুষার-শুভ্র-রজত-কিরীট মাথায় ভূষণ আর ;
চরণেতে যার জয়গান রচে বিরাট অম্বুরাশি—
কল-কল্লোলে বীচি-হিল্লোলে ধ্বনিয়া বিরাট বাঁশি ;
বক্ষেতে যাঁর বহে অনিবার কলুষ ধৌত করি'
কুলু কুলু নাদে হরি' অবসাদে গঙ্গা শুভঙ্করী ;
শীর্ষে যাঁহার নীল অম্বর কোটিতারাসমাবেশ ;—
সেই ত মর্ত্ত্যে চির আদরের আমার বাংলা দেশ !]*

(গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান)

* শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ ছাত্র ছাত্রীদের গানটির অর্থ ও ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান —পুষ্পোদ্যান ; কাল—অপরাহ্ণ।

[ছুটিতে ছুটিতে **অনল, অজয়, শ্যামল, মলয়** ও **মরুৎর** প্রবেশ।]

মরু। কৈ ভাই। কি দেখাতে নিযে এলে ? গুরু মশাই যে এখনও ছুটি দিয়ে চ'লে যান নি ?

মলয়। সত্যি অনল, এতদূর আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে এলে কি দেখাতে ? স্কুলের ছুটি যে এখনো হয়নি। মাষ্টার মশাই জানতে পারলে রাগ করবেন যে!

অনল। ফেলে দে তোদের মাষ্টার মশাই! মাষ্টার মশাই আমার সাতপুরুষের গুরু কি না, তাই ওঁকে মেনে চলতে হ'বে? সে তোরা মানিস, কিন্তু অজয় মানবে কেন রে? তোরা ভীতু, অজয়ের ভয় কি?

অজয়। সত্যিই ত। আমি আগে কিন্তু ভয় করতুম। অনল! তুই ভাই সেটা ভেঙ্গে দিয়েছিস্।

অনল। আরে! তোর ভয় কিসের? আমাদের ভয় হ'তে পারে। কিন্তু তুই হ'লি রাজার ছেলে। মাষ্টার-পণ্ডিত সবাই তোকে দেখলে ভয় করবে ; ভয়ে ভয়ে তোকে সাধাসাধি ক'রে শেখাবে।

মরু। মিথ্যা কথা। যিনি শিক্ষাদান করেন, তাঁর কাছে সবাই সমান। রাজার ছেলে ব'লে কারও ওপর বেশী ভালবাসা বা ঘৃণা

তাঁদের হ'তে পারে না। তবে, কোনো ছেলে যদি বদ্‌মাইস্ হয়—যে, সহজে যা তা একটা কিছু করতে পারে—তাকে মাষ্টার মশাই কেন—সবাই ভয় ক'রে চলে।—

মলয়। আর, অনল। তুমি স্কুলে ফাঁকি দাও ব'লে, মাষ্টার মশাইদের উপদেশ ও নীতি কথা গুলো জানতে পারো না।—সেদিন, এক মাষ্টার মশাই ব'লেছিলেন,—"ছাত্রেরা গুরুর কাছে সবাই সমান; তারা সবাইকে সমান করেই শিক্ষা দিযে থাকেন। যে, যেমন ছেলে, সে তেম্‌নি শিক্ষা লাভ করে। যে মনোযোগী ছাত্র, যার শিখবার তেমন ইচ্ছা আছে, গুরুর ওপর ভক্তি আছে,—সেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ ক'রে প্রকৃত মানুষ হ'তে পারে।

অনল। আর আমরা—ও ছাই-পাসে মন দিইনে ব'লে বুঝি আমাদের চারটে ঠ্যাং বেরুবে? আমরা বুঝি মানুষ থেকে গরু হ'য়ে যাবো, না?

মরু। মানুষের মধ্যে গরু যাদের বলে, তাদের ঠ্যাং চারটে না বেরুলেও, মানুষের চাইতে বুদ্ধি বিদ্যা ও জ্ঞান তাদের এত কম যে, তা'কে পশুর সঙ্গে তুলনা করা চলে।

অজয়। তুই থাম্ জ্যাঠা ছেলে। ভারী বিদ্যা ফলাচ্ছিস্। অমন্ দিন-রাত্তির লেখাপড়া আর মাষ্টার নিয়ে থাকলে সবাই পরীক্ষায় প্রথম হ'তে পারে। তোর যত কিছু বুলি, সব তো সেই মাষ্টারদের কাছ থেকে?

মরু। তা'তে হ'য়েছে কি? সেটা কি খারাপ জিনিষ?—এখন বুঝতে পারবে না; কারণ, তুমি মলযের সংসর্গে প'ড়ে অধঃপাতে যাচ্ছ। যেদিন চৈতন্য হ'বে, সেইদিন সব কথা ভাল ক'রে বুঝতে পারবে।

অজয়। মুখ সাম্‌লে কথা বলো! জেনো—আমি রাজার ছেলে।

মরু। তা' ব'লে রাজা এখও হওনি, যে, যা খুসী তাই করতে পারবে। মনে রেখো, এখনও মহারাজ বেঁচে আছেন। তিনি তোমাকে কি চোখে দেখেন—জানো? তুমি ওঁর একটিমাত্র ছেলে না হ'লে এতদিন তোমাকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতেন।

অনল। তাডিয়ে দিতেন! (হাসিয়া) কি বলছিস্ রে!— কেন? কেন?

মলয়। তুমি আর জিজ্ঞাসা করোনা 'কেন'?—তুমিই ত ওর মাথাটা খেয়েছে। ও তিন বছর আগে কেমন ভাল ছেলে ছিল, লেখাপডায কেউ ওর সঙ্গে পেরে উঠতোনা. ওর চেযে কেউ বেশী পডা বলতেও পারতো না। কিন্তু, যে দিন থেকে তুমি ওর পিছু লেগেছ, সেই দিন থেকে, ও অধঃপাতে যেতে ব'সেছে।

অজয়। হাঁ, অধঃপাত অম্‌নি বললেই হ'ল, না? তোরা বুঝি খুব উর্দ্ধ দিকে উঠে যাচ্ছিস্?

অনল। আরে। অধঃপাতে যে যাবার, সে আপনি যায; কেউ কাউকে নিযে যেতে পারে না। তোরা—

মরু। ছাই জান! 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি' এই কথাটাই হ'চ্চে নীতি, তার মানে হ'চ্চে—যেমন সংসর্গে মিশবে তার দোষগুণ তেমনি সংসর্গের মত হ'বে। যাক্, তোমাদের সঙ্গে আমরা আর কোথাও যাবো না।

মলয়। চ আমরা স্কুলে ফিরে যাই। স্কুলের ছুটির পর পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে গেয়ে, দুর্ভিক্ষের দরুণ যারা খেতে পাচ্ছেনা, তাদের জন্যে চাঁদা আদায় করবো।

মরু। হাঁ ঠিক্ ঠিক্। চল চল [মরু ও মলয়ের প্রস্থান]

অনল। যাক্‌গে, বাঁচলুম ভাই ! কিন্তু ওরা গিয়ে যদি ব'লে দেয় যে, আমরা, অসুখ ব'লে ছুটি নিয়ে স্কুল থেকে এসে, ফুলের বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি, তা হ'লে ত তোর বাবা ও জানতে পারবেন, আর আমার বাবাও জানতে পারবেন।

অজয়। তা' জেনে আর কি করবেন ? আমি যে বাবার এক ছেলে। বাবা যেমন কিছু বলতে পারেন না, মাও ঠিক তেম্‌নি।

অনল। কিন্তু ছাখ্ ভাই। আমাদের কেউ দেখতে পারে না কেন, বল্‌তো ? যাদের লুকিয়ে চুরিয়ে টাকা দিই, তারাই আমাদের সুখ্যাতি করে, কিন্তু, বাবা যে লোকগুলোর প্রশংসা করেন, তাঁরা আমাদের দেখতে পারেন না।

অজয়। ও সব ব্যাটাই পাজী। ওরা পয়সাকেও খাতির করে না। তবু কেন যে আমার বাবাও ঐ লোকগুলোর সুখ্যাতি করেন, কিছু বুঝতে পারিনে। ওরা বলে কি জানিস্ ?—টাকাতে সাধুর মনকে বশ করা যায় না, হৃদয়কে জয় করা যায় না ; তা যায় শুধু গুণে, ভাল ব্যবহারে।

অনল। তা' আমরাই কি খারাপ ব্যবহার লোকেদের সঙ্গে করি ?

[যষ্টিতে ভর দিয়া একটি বৃদ্ধ অন্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ]

ভিক্ষুক। খোদা। দুনিয়ার মালিক ! আর ত পারিনে ! সারা বেলা ঘুরে ঘুরে মরেছি, এক মুঠো চালও যোগাড় করিতে পারিনি। কেনো দিন ত এমন হয় না ! অথচ, জীবনে জাল-জোচ্চুরি-ধাপ্পাবাজি ও ত কোনো দিন করিনি।...তবে কোন্ পাপে এম্‌নি ক'রে এ বুড়ো অন্ধকে এখনও সাজা দিচ্ছ ?... উঃ। আর ত পা চলে না !

খ

অনল। (ভিক্ষুককে দেখাইযা) ওরে ! এ ব্যাটা আবার এসে পড়লো কেন ? এখনি সাড' পেলে পয়সা চাইবে। চ পালিযে যাই এখান থেকে।

অজয়। পালাবো কেন ? পযসা দেওযা না দেওয়া আমার হাতে। যাকে-তা'কে পয়সা দিলেই হ'ল আর কি ? তার চেযে ভাল লোককে দু'দশ টাকা দিলে তারা আমার নাম করবে।

ভিক্ষুক। কে বাবা তোমরা। আমি বড গরীব—অন্ধ ভিক্ষুক, সারাদিন ঘুরে ঘুরে কিছুই মেলেনি। একটা পযসা দেবে বাবা ?

অনল। যা ব্যাটা। পয়সা টযসা নেই (পকেটে টাকার শব্দ হইল)।

ভিক্ষুক। (স্বগতঃ) হা। ভগবান্। এম্‌নিই জগৎ। এম্‌নি নিষ্ঠুর যে, পকেটে টাকা-পয়সা থাকতে, একটা পযসা ভিক্ষুককে দেবাব সময় মিথ্যা কথা বলতেও দ্বিধা বোধ করে না।

[উদ্ভ্রান্তভাবে উদাসের ধীরে ধীরে প্রবেশ]

উদাস। ঘুরে ফিরি নানা দেশে এম্‌নি একাকী—
পথহারা পান্থ যথা ফেবে—
জগতের জ্ঞানলাভ আশে, কতদিন।
কত যুগ যুগান্তর ভ্রমিতে ভ্রমিতে
জন্ম হ'তে জন্ম জন্মান্তরে—
লভে জীব জ্ঞানের আলোক,
মুক্তি যাহা দেয জীবগণে,
অনন্ত অসীম সেই জ্ঞান-রূপী জনে
তবে পারে হেবিবাবে জীব।

কত নিশি পথে ঘাটে প্রবাসীর মত
যাপিয়াছি ক্ষুধা-বহ্নি সহি',
স্বার্থপর জগতের মাঝে।
নাহি মেলে হেন জন দেশে দেশে মোর—
জ্ঞানার্জ্জনে সহায় হইতে।
শুধু হেরি দুই চক্ষে—পাপের কালিমা
অমানিশামসী সম লিপ্ত চারিধারে।

অজয়। (উদাসকে দেখাইয়া) আরে! ও আবার কোথেকে এল? ওটা কে?

অনল। কে আবার! দেখে বুঝতে পারছিস্‌নে? আপন মনে আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে কি ব'লে যাচ্ছে? ওটা একটা পাগল।

ভিক্ষুক। বাবা!

উদাস। (সহসা চমকিত হইয়া, ভিক্ষুককে দেখিয়া স্বগতঃ) কে?—অন্ধ ভিক্ষুক! বৃদ্ধ জরাভারে অবনত। আহা! হয়ত—(ভিক্ষুকের প্রতি) ভিক্ষুক! তোমায় দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্চে; কিন্তু, আমিও প্রায় তোমারই মত গরীব। তবে এই বড় সৌভাগ্য আমার যে, আমি এখনও বৃদ্ধ হইনি, চোখ দুটো আমার এখনও যায়নি।

ভিক্ষুক। আহা! কে বাবা! এমন কথা কে বল্লে? এমন মধু কার কথায় আছে? বাবা বেঁচে থাকো। তোমার কিছু দেবার ক্ষমতা থাকলে, তা দিলে যা হ'ত, না দিয়ে তোমার ঐ কথাতেই মনে হ'চ্চে যেন আমার ক্ষিদে আর নেই, আমি আর অন্ধ নই। [উদাসের

দুই চক্ষু বহিয়া জল গড়াইল, কি বলিতে যাইতেছিল বলিতে পারিল না] তুমি কে বাবা ? তুমি ত সামান্য কেউ নও।

উদাস। (আবেগ সম্বরণ করিয়া) না বাবা, আমি অসামান্য কিছুই নই ; আমিও একজন সামান্য মানুষ—মানুষ হ'তেই চেষ্টা করছি।

ভিক্ষুক। তুমি দেব্‌তা— মানুষ নও কখনো।

উদাস। থাক্, ওকথা থাক্—এই নাও একটা টাকা যা আমার সম্বল ছিল (একটি টাকা হাতে দিয়া) আর, দাও তোমার লাঠি। এস আমার সঙ্গে, তোমার যা কিনবার কিনে দিইগে। (ভিক্ষুকের লাঠি ধরিল)

ভিক্ষুক। খোদা! খোদা! তুমি এখনও আছ।

[বলিতে বলিতে **উদাসের** পশ্চাতে পশ্চাতে ভিক্ষুকের প্রস্থান]

[কিছুক্ষণ পরে ভিক্ষার ঝুলি হস্তে গান গাহিতে গাহিতে সর্ব্বাগ্রে **শ্যামলী** ও তাহার পশ্চাতে **প্রভাতী, বিজলী, আরতি, বীণা, লীনা, ইরা, মীরা** ও অন্যান্য বালিকার প্রবেশ এবং গাহিতে গাহিতেই প্রস্থান]।

গান [সুর—"যখন সঘন গগন গরজে !"]

দাও গো ভিক্ষা—মুষ্টি ভিক্ষা! দুয়ারে তোমার এসেছি আজ,
যাহা দেবে তাই মাথা পেতে নেব, নাহি দ্বিধা তা'তে নাহি গো লাজ।
চাহ গো বারেক নয়ন মেলিয়া ক্ষুধাতুর দেশবাসীর পানে,
নিদয় দেবতা মহাকালরূপে গ্রাসিয়াছে যত শস্য-ধানে!
তোমরা সদয় না হ'লে কেমনে তোমাদের ভ্রাতা-ভগ্নি আজ
রক্ষা পাইবে কালের কবলে।—এস ছুটে ত্যজি' বিলাস-সাজ।

[যখন গান করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে **শ্যামলী** প্রবেশ করিল, তখন **অজয় অনলকে** টানিয়া লইয়া গিয়া একটী ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রহিল]

[বলিতে বলিতে **দুর্জ্জয়** ও **শিবনাথের** সহিত **জয়ন্তের** প্রবেশ]

জয়ন্ত। অসহ্য পুত্রের নিন্দা শুনি লোক মুখে।
বহুবার অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা,
আর ক্ষমা করি' ত'ারে বাড়াবো না পাপ।
দুষ্ট-গরু-পূর্ণ যে গো-শালা—
ভাল তা'ও, যদি শূন্য রয়।

শিবনাথ। মহারাজ! কর ক্ষমা এবার তাহারে।
ভাল ক'রে উপদেশ দিয়া বারংবার,
তাহারে ফিরাব আমি নিশ্চয় সুপথে।

জয়ন্ত। না না দেব। কুল পুরহিত।
শুধু তব অনুমতি করিয়া পালন,
রাজা হ'যে নিজ পুত্রে
রাজোচিত শাসন প্রদানে,
করিয়াছি বহুবার হেলা।
শিক্ষক আসিয়া বলে—অবাধ্য সন্তান
কোনো কথা নাহি মানে, পাঠে নাই মন;
শিক্ষকের শিখা কাটি' ক'রেছে প্রস্থান।

অর্থ ল'য়ে নৃত্য-গীতে কুসংসর্গ সাথে,
ঘুরে ফেরে উদ্যানে কাননে।
জনে জনে আসি বলে—"কি আশ্চর্য্য হেরি—
এহেন রাজার পুত্র হ'ল হেন পশু!"
—আর নাহি সয়! কোথা গেল দেখি।

[ইতস্ততঃ খুঁজিয়া সহসা **অজয়** ও **অনলকে** দেখিয়া, **অজয়ের** গলা ধরিয়া টানিয়া আনিয়া]

কুলাঙ্গার পুত্র!—অমানুষ!
তোমার গুণের কথা শুনেছি সকলই।
আজ হ'তে জেনে রেখো আমি পুত্র হারা;
মম রাজ্যে তব স্থান আর না রহিবে,
যত দিনে জনে জনে আসি' না বলিবে—
মানুষ হ'য়েছ তুমি মানুষের মাঝে।
—মন্ত্রী! উপযুক্ত শাস্তি দাও তোমার পুত্রেরে!

দুর্জ্জয়। মোর শাস্তি নহে এই মত।
আমি দিব অনলেরে বহু অর্থ সাথে।
অর্থ দিয়ে কোনো দিন যদি সাধু জন
স্নেহ-ভাল-বাসা তারে দেয় প্রতিদানে,
সে কথা বলিতে হ'বে ফিরি' অনলেরে।
ধারণা সে পশে তা'র মাঝে—
[illegible]
বশীভূত নাহি করা যায়।

মূর্খ সে বোঝেনা এখনও—
যারা শুধু অর্থ লোভে হয় বশীভূত—
তারাও যে অমানুষ তা'রই সমান।
যেই সাধু, গুণবান্, মানুষ ধরায়—
অর্থ তারে বাঁধিতে না পাবে।
হৃদয় না দিলে আগে নিজে
অপরেব হৃদয় না মিলে।—

(অনলের প্রতি)　এস মোর সাথে, দেব অর্থ চাও যত।
কিন্তু ফিরি দু'বরষ পরে—
প্রকাশিতে হ'বে মহাপুরুষের নাম
হৃদি-বিনিময় করি' যাহাদের কাছে
ফিরিয়া আসিবে পুনঃ মোর গৃহাশ্রয়ে।

জয়ন্ত [অজয়ের প্রতি]

আবও শোনো বলি,—
এত দিন রাজভোগে সুখ-শয্যা পরি
কাটায়েছ রাজপুত্র সম;
কিন্তু, রাজতনয়ের মত বুদ্ধি-বিদ্যা-জ্ঞান
কিছু না করেছ অর্জ্জন;
সংসারে চলিতে গেলে মানুষের মত,
কি-গুণ লভিতে হয়, কিছু শেখ নাই।
শুধু ভোগ-বিলাস-যতনে—
যাপিয়াছ বার্থ করি' সব।

তাই, যাতে শিক্ষা পাও সহি' বহু ক্লেশ,
আজি হ'তে বিতাড়িত করিলাম তোমা।
শিক্ষা যদি হয় কোনো দিন,
তবে এস ফিরে।—এই শেষ কথা।

[একদিকে প্রথমে **জয়ন্তের**, পরে **শিবনাথ**, **দুর্জ্জয়** ও **অনলের** ও শেষে অন্যদিকে **অজয়ের** প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদ্যান-বাটিকা

[একে একে গান গাহিতে গাহিতে **বিজলী, প্রভাতী, আরতি, বীণা, লীনা, ইরা,** ও **মীরার** প্রবেশ]।

নৃত্য-গীত (সুর—ভৈরবী)

বিজলী। আয় তোরা সব···দল বেঁধে আজ· বন ভোজনের দিন।
প্রভাতী। করবো খেলা·· গান গাবো আর·· নাচ্‌বো ঝিনি্‌র ঝিন্‌।
আরতি। আমি কিন্তু করবো রান্না ;
বীণা। রাঁধ্‌তে আমার আসে কান্না ;
লীনা। আমি শুধু বাঁটবো বাটনা
ইরা। শুনবো আমি বীণ্‌।
মীরা। পরিবেশন করবো আমি আমায় নিয়ে তিন।

[করতালি দিয়া **বিজলী** ও **প্রভাতীকে** ঘিরিয়া নৃত্যগীত]

(একজন **শিক্ষয়িত্রীর** প্রবেশ)

বিজলী। ওরে! গুরুমা এসেছেন (শিক্ষয়িত্রীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল)।

প্রভাতী। পালা রে পালা!

আরতি। পালাব কেন? নাচগান ত ওঁরা ভাল বাসেন।

বীণা। না রে! বলবেন যে, বনভোজন করবার নাম ক'রে এসে—

লীনা। না, না, বলবেন— কাজ করা নেই কেবল নাচ গান।

ইরা। শীগ্‌গির চ, শীগ্‌গির। কে আগে যেতে পারে দেখি!

মীরা। আমি সকলের আগে যাই (বলিয়া এক ছুটে গিয়া শিক্ষয়িত্রীর কাপড় ছুঁইয়া দাঁড়াইল)।

শিক্ষয়িত্রী। বাজে কাজ ফেল আজ আয় সবে চলি'
রন্ধন কাজের কথা শিখাই ও বলি।
লেখা পড়া নৃত্যগীত শুধু নয় সার,
সংসারের কাজ কত প'ড়ে আছে আর।
পিতা-মাতা-ভাই-ভগ্নি-অনাথ-আতুরে,
রাঁধিয়া খাওযাতে হ'বে শিখাব যাদু রে!
নৃত্যগীত নিযে শুধু যাপে যা'রা কাল
অসময়ে তরণীতে নাহি পায হাল।
তাই বলি, যত কাজ তোমাদের লাগি'
এগজতে আছে প'ড়ে, হও তার ভাগী।
ভগ্নি হ'বে সকলের, সন্তানের মাতা,
তাহার কর্ত্তব্য শেখো—তাহা নয যা'তা।

বিজলী। যা' কহিলে মাতা। শুনি' মোর মাথা
বিনত করিনু আজি।
শিখিলাম তবে আছে এই ভবে
নারীর যা কিছু কাজই।

বুঝিলাম সার　　　　　　　নৃত্যগীর আর
শুধু পাঠ হাসি খেলা।
করি' রমণীর　　　　　　　এই ধরণীর
কাটিবেন' সারা বেলা।

প্রভাতী। আমিও শিখেছি মাগো।
অনাথ ভিখারী যারা আছে,
তাহাদেরও সেবা করা
নারীর কর্ত্তব্য নয় পাছে।

আবত্তি। আমি বলি, আমাদের যত কাজ জানি,
যে ভাল বাঁধিতে পারে, তা'র গুণ মানি।

বীণা। শুধু তাই নয় ভাই　　　আমি শুধু ভাবি তাই
মা হ'ব কি ক'বে কেবা জানে।
যদি হই ভয় কিবা?　　　—খাওয়াইব রাত্রি দিবা
ছেলেটিরে দুধ-মধুদানে

শিক্ষযিত্রী। দুধ-মধু খাওয়ালেই হ'ল না মা বীণা,
সন্তানের প্রতি সব কাজ, অন্য বিনা।
উহারও ভিতরে আছে নিযম পালন,
শিখাবো সময বুঝি' কর্ত্তব্যসাধন।

লীনা। আমি আরও জানি—স্নেহ-দয়া-উপকার,
মিষ্টি কথা, সরলতা এই হ'ল সার।

শিক্ষযিত্রী। তুষ্ট বড হ'নু লীনা শুনি' তোর বাণী,
যে-সার শিখেছ তুমি, তা'ও সার মানি।

এমন কয়টা কথা কে শিখালে বল।
সব সেরা পুরস্কার পাবি, সাথে চল্।

ইরা। আমি কি পাবো না কিছু
কোনো কথা বলিনিক ব'লে ?
ঈশ্বরে গুরুতে ভক্তি
না থাকিলে বড হওয়া চলে ?
শুনেছি বাবার কাছে—
ধীর, নম্র, উদার যে-জন ,
গর্ব্বশূন্য, হাসিমুখ—
মানুষের মাঝে সে রতন।

শিক্ষয়িত্রী। (হাসিয়া) বেশ। বেশ। ইরারাণী। এই জ্ঞান হ'লে
পুরস্কার কণ্ঠ হার দিব তব গলে

মীরা। মুখ বুঁজে থাকি আমি শুধু বাকী,
কিছু কি শিখিনি আমি ?
সত্য কথা বলা সাধুপথে চলা,
এও সার ব'লে জানি।

শিক্ষয়িত্রী। ভুল বুঝি নাই— যা' শিখেছ তাই
মানব জীবনের সার।
চল সবে ত্বরা আয়োজন করা
ভোজনের বাকী আর।

[সকলের প্রস্থান]

[ইন্দিরার প্রবেশ]

ইন্দিরা। কতদিন গেল কেটে সে ছেড়েছে দেশ।
দেশ দেশান্তর থেকে আসে যত জন,
তাদেব শুধাই ডাকি',— কেউ কি কখন
দেখেছ রাজার পুত্রে অজযে আমার ?—
সবে কহে—দেখি নাই, দেখি নাই তা'রে।
কে বুঝিবে মোর ব্যথা ? কাহারে বুঝাব
কি-আগুণ জ্বলিতেছে হৃদযে সদাই ?
পিতার কৰ্ত্তব্য কাজ নৃপতির মত
সন্তানেব শিক্ষা হেতু, ক'রেছেন তিনি,
উদ্দেশ্য, মানুষ কবা সন্তানে তাঁহার।
অবাধ্য তনয়, বার বার উপদেশ
গ্রাহ্য না করিল, মজিল কুসঙ্গে পড়ি'।
পিতামাতা হওযা শুধু নহে সুকঠিন ;
তাঁদের কৰ্ত্তব্য কবা বড়ই কঠোর।
সন্তানের ভাবী শুভাশুভ তাব সাথে
রযেছে জড়িত সদা শিক্ষা দীক্ষা সনে।

[একজন পাগ্‌লির প্রবেশ]

পাগ্‌লি। কই ? কই ? এখানেত নেই !
কতদিন র'বি তুই ভুলে মোর কোল ?
কেঁদেছি কত না রাতি প্রবাসে-আবাসে
খুঁজেছি স্বপনে তোরে, জাগ্রতে যেমন।

কতবার নিশাকালে স্বপ্নে হেরি' তোরে—
ছুটে গেছি তোরে ধরি' কোলে নেব ব'লে ,
সম্মুখে পাইয়া বাধা ক্ষতদেহ ভারে—
আঘাত পেয়েছি যবে, ভেঙ্গেছে স্বপন ,
পেয়ে তোরে হারায়েছি জেগেছি যখন ।
আয় বাছা । কোলে আয় । বহু সয়েছি রে ।
কত ব্যথা, কত জ্বালা । আয় । আয় ফিরে ।

[পাগলির চক্ষু বহিয়া জল গড়াইল]

ইন্দিরা । [পাগলিকে দেখিয়া স্বগতঃ]
উন্মাদিনী কেবা এই নারী ।
মনে হয় কথা শুনি', বুঝি মোর মত—
হারায়েছে তনয়েরে—হৃদয়-রুধিরে ।
মনে হয়, যেন মোর এ প্রাণ খুলিয়া,
কহিবারে পারি যদি সব কথা মোর,
বুঝিবে আমার ব্যথা সেই এ জগতে ।
কে বুঝিবে কি-সে জ্বালা জননী-হৃদয়ে ।
বুকের পীযূষ ঢেলে, দিয়ে সারা প্রাণ
সন্তানে লালিত ক'রে, হারায় যখন ।

[দূরে সঙ্গীত সুর—আশাবরী]

এস ফিরে এস জননীর বুকে,
কোন প্রবাসেতে রয়েছ ভুলে !

এস পুনরায় দাও গো মাথায়
স্নেহময় তব দানটি তুলে'।
ভুলি নাই কভু, ভুলিব না প্রিয় !
ভালবাসা তব আমার তরে—
তব স্নেহ দান ভ'রেছে যে-প্রাণে
তা' দিছি ভাসায়ে তোমার কূলে।

ইন্দিরা। (সজলনেত্রে স্বগতঃ)
এই গান গাহিছে আরতি।
হয়ত বা তা'র প্রতি অনলের স্নেহ,
জাগায়েছে এই গীত তাহার অন্তরে।

[কেহ জল, কেহ দুধ, কেহ ঘটি, কেহ বাটি, কেহ তরকারী, কেহ কেহ হাঁড়ি, কেহ কলসী প্রভৃতি লইয়া **বিজলী, প্রভাতী, আরতি, বীণা, লীনা** ও **মীরার** প্রবেশ]

সকলে। (ইন্দিরাকে দেখিয়া) এই যে, মা এসেছেন।

আরতি। আপনার এত দেরী হ'ল কেন মা? আমরা সব প্রায়, যোগাড় ক'রেছি।

ইন্দিরা। তোরা এর মধ্যে যা করেছিস্, তা' দেখে শুনে আমার খুব আনন্দ হ'য়েছে। আচ্ছা, এ কথা কি সত্যি যে, তোরা কাউকে না খাইয়ে ফেরাবিনে ?

প্রভাতী। হাঁ, মা !

ইন্দিরা। তা হ'লে তদেখছি কুবেরকে স্বর্গথেকে ডেকে আনতে হ'বে ; কিম্বা, মা লক্ষ্মীর হাতে পায়ে ধ'রে এনে, এখানে বসিয়ে রাখতে হ'বে !

[বলিতে বলিতে **শিক্ষয়িত্রীর পুনঃ** প্রবেশ—]

শিক্ষয়িত্রী। এমন লক্ষ্মী-সরস্বতী এক মূর্ত্তিতে যেখানে স্বয়ং বিরাজ করছেন, সেখানে আর-কোন লক্ষ্মীরই ত প্রয়োজন হয় না, মা। শুধু কি তাই? কুবেরও যে আমাদের ঘরে বাঁধা।

ইন্দিরা। (হাসিযা) তা' তোমাদের ভাই, যে-অচলা ভক্তি, তাতে লক্ষ্মী কি নিজের ঘরে আর ব'সে থাকতে পারেন? এমন ভক্তির টান যে, এর কাছে সারা বিশ্বের অতি কঠিন টানও-হার মানবে, ভাই। কিন্তু, দেখো যেন তোমাদের কুবেরও ঘর ভেঙ্গে এখানে পালিয়ে না আসেন। (সকলের হাস্য)

তারপর শুনছি, ছেলেদেরও কাউকে তোমরা বাদ দাওনি। মেযেদের যত দাদা, যে দিক থেকে আছে, তাদের নেমন্তন্ন ক'রেছ প্রীতি ভোজনের জন্যে। তা হ'লে আজকের দিনে তাদের গুরুমশায়ের কাছে কাকুতি-মিনতি জানিয়ে পড়াশুনার হাত থেকে রেহাই পেতে হ'বে, দেখতে পাচ্ছি।

শিক্ষয়ত্রী। তা'রাও ত মা আপনার ছেলে—এদের ভাই। নিজেরা একা খেলেই কি আনন্দ হয়? পাঁচজন, যে-যেখানে আছে·· তাদের নিয়ে, দীন-দরিদ্র-ভিখিরীদের খাইয়েই ত আনন্দ।

ইন্দিরা। এমন মন না হ'লে কি এই সব বালিকাকে তোমার হাতে ছেড়ে দিই ভাই? তুমি যেমনটি হ'বে. আমার মেয়েরা তেমনটি না হ'লে কি আমারই ছাই ভাল লাগে? সেই জন্যেই ত তোমাকে খুঁজে বা'র করতে আমাদের এত কষ্ট হয়েছে? নইলে, যার ওপর এতগুলো প্রাণীর ভাবী জীবন নির্ভর করছে, সে কি আমাদের এতদিন এ ভালবাসা পেত?

এমন মধুর, কোমল, নিরভিমান, আদর্শচরিত্র না হ'লে কি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার নিঃসঙ্কোচে সঁ'পে দেওয়া যায় ?

শিক্ষয়িত্রী। না, অপনার কাছে আর দাঁড়াবোনা ! আপনি বড্ড বাড়িয়ে তুলছেন। আমি যতটা নই ততটা ব'লে আমাকে ছোট করবার চেষ্টা করছেন। আমি যাই এখনি—ছেলেরা আসবে।

(প্রস্থান)

ইন্দিরা। (পাগ্‌লিকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ মা ! তুমি এখন আর কোথাও যেওনা ; এই খানেই ব'সো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। মেয়েরা এখানে আজ বনভোজন করছে। যদি এখানে তুমি দুটো আহার কর, তা হ'লে তা'রা খুব খুসী হ'বে। করবে ত ?

[পাগ্‌লি ঘাড নাডিয়া সম্মতি জানাইল]

[সদলবলে **শ্যামল, মলয়, মরু, শিবেন, নিশীথ** ও **কমল** প্রভৃতির গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]।

গান ; সুর—দেশ

ডেকেছিস্ বোন্ তোরা আমাদের
　　আপনার হাতে খাওয়াবি ব'লে ;
তাই সবে আজ মুক্ত পরাণে
　　শত কাজ ফেলি' এসেছি চ'লে।
তোদের ভক্তি-স্নেহ-উদারতা,
　　ভায়ের ব্যথায় তোদের যে-ব্যথা—
ধন্য করুক, তোদের যোদের
　　পুণ্য সকল দেশের ক্রোলে !

মোরা দীন ভাই ! নাই কিছু নাই
প্রতিদান কিছু খুঁজি' না পাই ।
দেব শুধু স্নেহ-আশীষ মোদের—
ধ্রুবতারা সম যেন তা জ্বলে ।

[চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি উঠিল ; সকলের মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিল । বালকের দল গিয়া একে একে **ইন্দিরাকে** প্রণাম করিয়া চরণধূলি লইল]

ইন্দিরা । (সকলের মাথায় হাত দিয়া) বেঁচে থাকো, সুখী হও ! এমনি ক'রে ভাই-বোনে মিলে-মিশে দেশের পুণ্য কাজে, দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল কর !

[মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দে ও উৎসাহে ডাকিল—'এই যে **শ্যামলদা** !' 'এই যে **মলয়দা** !' 'তুমিও এসেছ **মরুদা** ?' **নিশীথদা** বুঝি পথ ভুলে এলে ?' ইত্যাদি ইত্যাদি । সকলের উল্লাস ও চাঞ্চল্য]

[বলিতে বলিতে **শ্যামলীর** প্রবেশ—]

শ্যামলী । কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! যেন মর্ত্ত্যে স্বর্গ নেমে এসেছে । স্বয়ং অন্নপূর্ণা যেন তাঁর ব্যথিত-পীড়িত পুত্র-কন্যাকে নিজের হাতে খাওয়াবেন ব'লে ধরায় অবতীর্ণা হ'য়েছেন । আজ নিজের শত দুঃখ-বেদনাও দূরে চ'লে যায়, শত বিবাদ-ব্যবধান শূন্যে মিশিয়ে যায় ।···আহা ! এমন মিলন-মধুর দিন মানুষের জীবনে ক'বার হয় ? এমনি ক'রে ভাই-ভগ্নি মিলে দেশের কাজ না করলে কি জন্মভূমি জননীর আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায় ?—ওরে ! তোরা আনন্দ কর্ ! নৃত্য কর্ !

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নদীতীরবর্ত্তী দূর পল্লীর বন-পথ।

[নদীর তীরে একটী বৃক্ষের গায়ে হেলান দিয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট অবস্থায় **উদাস**……]

উদাস। চঞ্চল মানস সদা ;
চিরদিন না রহিতে পারি এক স্থানে।
পাগল ক'রেছে মোরে হেথা কবিকুল।
যেথা যাই, যত দূর যাই—
অন্তরে বাহিরে দেখি কবির আবাস।
কতজন আসে হেথা, কত চ'লে যায়।
স্বার্থ নিয়ে বৃথা কাজে যাপি' এ জীবন,
যায় চ'লে কত জন অজানা অচেনা ;
ফেনিল অম্বুধি-বুকে বুদ্‌বুদের মত—
কখন জাগিয়া উঠে, কেহ নাহি জানে !
পুনরায় কোন্ ক্ষণে বারিধির কোলে—
পায় লয়, নাহি থাকে জানা।
জগতের কোন লাভ হয়নাক তা'তে।

[অন্তরাল হইতে শব্দ হইল—এই পথে যেতে দেখেছি। এই খানেই কোথায় আছে ; খুঁজলে দেখা পাওয়া যাবে]

নিজ দুঃখ-চিন্তা ভুলে
কোথা নদী-তরুমূলে

ভাবে কবি জগতের কথা।··
যেথা কেহ না পায় প্রবেশ—
সেথা তারা চ'লে যায় চিরমুক্ত সম।
পুত্র হারা জননীর ব্যথা হাহাকার ;
সন্তানের প্রেম-ভক্তি জননীর প্রতি ;
দীনের দীনতা, ধনি-গর্ব্ব দেখি' ঘৃণা—
জেগে ওঠে প্রাণে তাহাদের।
গৃহহীনে প্রাণে প্রাণে দেয নিজ গেহ,
ভার্য্যাহীনে দেয় পত্নী ব্যাকুল ব্যথায়।
কভু বা উন্মাদ সম—হেরিলে অন্যায়—
ছুটে যায় প্রতিবাদ করিতে তাহার—
প্রলয় ঝঞ্ঝার মত।
পরদুঃখ হেরি' কভু নিভৃত নির্জ্জনে,
কাঁদে তারা গলিত নয়নে।
তাই, প্রাণ কাঁদে মোর তাদের ব্যথায়।

[অনল ও তাহার একজন অনুচরের প্রবেশ]

অনল। ছাখো খুঁজে কোথা সেই জন—
এদেশের লোকে যা'রে মানে মোর চেয়ে।
(স্বগত) নির্দ্দয় সে পিতা মোর বিনা অপরাধে,
স্বদেশ হইতে মোরে দিল তাড়াইযা।
লাভ মোর এই মাত্র শুধু—
আপনার ইচ্ছামত যত অর্থ চা'বো

তা হ'তে না হইব বঞ্চিত।
কিন্তু দেখি, ছিনু সুখে স্বদেশের কোলে ;
হেথা কেহ ধনি-পুত্র ব'লে নাহি মানে।
প্রাসাদের সমতুল্য গৃহ হেরি' মোর—
যায় চ'লে কতজন না করি' ভ্রূক্ষেপ।
অথচ দেখিতে পাই—
দীন যেই, কুটীরের মাঝে যার বাস—
এমন জনেরে লোকে পূজে দেব বলি'।
তাহাদের গুণ এই শুনি লোক মুখে—
বিদ্বান্, বিনয়ী, ধীর, উদার, সরল,
মিষ্ট ভাষী, হিংসাশূন্য তারা।

অনুচর। [চতুর্দ্দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে উদাসকে দেখিতে পাইয়া, অনলের কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিল] হুজুর। আমি দেখতে পেয়েছি, এই খানেই আছেন উনি—একটা গাছের তলায়—ঐ দেখুন ! (আঙ্গুল দিয়া দেখাইল)।

অনল। [সতর্কিত ভাবে সেই দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল]
কি আশ্চর্য্য ! মনে পড়ে—
আমারই স্বদেশে বুঝি দেখেছি ইহারে।
মনে পড়ে—সেই দিন বৃদ্ধ ভিখারীর
লাঠি ধ'রে গিয়েছিল, অর্থ দিয়ে তারে।
চিন্তায় পড়িনু—মোরে যদি চিনে ফেলে।
কিন্তু এই বেশ মোর সে দিনের চেয়ে

সম্পূর্ণ পৃথক্ আজ, মূল্যবান্ বহু।
ভয় কিবা যদি চিনে মোরে।
দেখি আগে, সত্য কিনা লোকে যাহা বলে ;
দেখি, লোভ-সুখ-ভোগ আছে কি না আছে।

অনুচর। দেখুন! দেখুন! আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে এক দৃষ্টে কি ভাবছেন উনি। কি যে ভাবেন, উনিই জানেন। অথচ এমন অনেক সময় আমরা দেখেছি যে, রাস্তার লোকের সঙ্গে কেমন কথা বলছেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখলে ওঁর যেন আনন্দ ধরে না। যেন জগতের সবাই ওঁর আত্মীয়। সত্যি, এমন স্বভাব যে, যে-কোনো, লোককে উনি আপনার ক'রে নিতে পারেন।

অনল। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হুঁ। ছাখো, তুমি মোটেই কথা ব'লো না। আমি যা' বলবো, সেই মত ওঁর কথার উত্তর দিও।

অনুচর। আচ্ছা।

অনল। তুমি আগে গিয়ে ব'লে এস যে,—না থাক্—আমিই যাই নিজে।

উদাস। কি সুন্দর প্রকৃতির লীলা-নিকেতন।
দিবা-রাত্রি, আঁধার-আলোকে
চিরন্তনী ক্রীড়া চলিতেছে অন্তহীন।
কোন্ আদি কালে, বুঝি হ'ল পরিণয়
ছয় ঋতু সাথে প্রকৃতির ;
ছয়জনে তাই আসে বরষে বরষে

বসুধার অনন্ত-ভবনে—
হেরিবারে আপন প্রিয়ারে দু'টি মাস।
তাই হেরি একই বরষে,
প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র ছ'রূপ
ছয় জনে তুষিতে একাকী।

অনল। [উদাসের কাছে গিয়া] কে আপনি ?

উদাস। নিশির শিশিরে সিক্ত আবরণ যবে
ধীরে ধীরে হয় উন্মোচিত—

অনল। (উচ্চ কণ্ঠে) কেবা তুমি কহ ত্বরা করি',
নিভৃতে বিজন পথে কি হেতু একাকী ?
(কোষমধ্যস্ত তরবারী বাজিয়া উঠিল)

উদাস। [সহসা চকিত হইয়া] কে তুমি যুবক ? কিবা প্রয়োজন ?

অনল। মোর প্রশ্ন করিয়াছি আগে ;
আগে চাই তব উত্তর।

উদাস। কহ পুনঃ কিবা প্রশ্ন তব ?

অনল। কেবা তুমি বসি' এই নির্জ্জন প্রদেশে ?

উদাস। প্রশ্ন তব নয় সমুচিত।
কণ্ঠে তব কোথা সেই সুর—
প্রশ্ন মাত্র মিলে যাতে অবাধ উত্তর ?
তবু এই দিতেছি উত্তর—
আমি অতি সামান্য মানব,
ঘুরে ফিরি' যেথা সেথা আপন ইচ্ছায়।

অনল। নাই তব পিতা-মাতা-তনয়-তনয়া ?

উদাস। আছে পিতা-মাতা মোর ;
কিন্তু নাই পুত্র কন্যা কেহ—
কৃতদার নই যে-কারণে।

অনল। কিহেতু ফিরিছ হেন দেশ দেশান্তরে ?—
সাধ হয়, জানি তব কথা।

উদাস। মোর কথা শুনে কিবা হ'বে ?
যদি ইচ্ছা শিখিবারে কিছু মোর কাছে—
তবে ব'লে হ'বে কিছু ফল।
তরুণ কিশোর তুমি দেখে মনে হয় ;
আছে বাকী বহু শিক্ষা তব।
চতুর্দ্দশ বর্ষ শুধু ক'রেছি সাধনা
বিদ্যাভ্যাস গুরুর নিকটে ;
তারপর পড়িয়াছি বর্ষ কয নিজে,
ভ্রমতেছি এক যুগ তা'র পর হ'তে।
তবু কিছু শিখি নাই আমি।

অনল। কেন কহ ভ্রমিছ এ ভাবে ?

উদাস। ব'লেছি ত আগে—
যদি জ্ঞান-পিপাসা মিটাতে
থাকে সাধ ও-তরুণ-চিতে,
প্রকাশিব তবে সব কথা।

অনল। মহাশয় কবি বলি পরিচিত দেশে।—

যদি মোর গুণ গাহি' কাব্য রচি'তুমি
প্রচার করহ তাহা মোর দেশমাঝে
এত অর্থ উপহার দেব তা'র হেতু—
কভু না ফুরাবে যাহা তব এ জীবনে।

উদাস। মনে হয়, তুমি কোনো ধনীর তনয ;
নিজের গরিমা চাও শুনিতে আপনি
অপরের মুখে অর্থ-বলে।
অসম্ভব এ জগতে যদিও বা কিছু
নেই ব'লে নিই মেনে নিজে,
তথাপি এ মিথ্যা নয় জেনো—
সাধুজন মিথ্যা কভু করেনা ধরায়
অর্থ বিনিময়ে শুধু, নীচ জন সম।
গুণী জন চিরন্তন অযাচিত ভাবে—
গুণীর কীর্ত্তন করে ভক্তের মতন।
গুণী যদি হও তুমি নিজে,
নিজের গুণেব বাণী স্বকর্ণে শুনিতে
না চাহিবে কভু।
করিয়া গুণের কাজ আপনি লভিবে
অপার আনন্দ-শান্তি—যাহা সুদুর্ল্লভ।

অনল। অর্থ বিনা কে পারে চলিতে?
অর্থে কা'র নাই প্রয়োজন?
তুমিও অর্থের তরে নও লালায়িত?

উদাস। সত্য বটে!
অনাসক্ত শিব সম নই কাঞ্চনেতে ;
সত্য কথা, সংসারীর অর্থে প্রয়োজন।
কিন্তু, শোনো—বিলাস-লালসা নয়
মোর অর্থ-কামনার মাঝে।
জীবন ধারণে আর সাধুকার্য্য তরে,
যে অর্থ হইলে চলে, তা'তে তৃপ্তি মোর।

অনল। তবে কেন, সহি' কিছু ক্লেশ,
প্রচুর এ অর্থ তব করো না অর্জ্জন ?
শুধু তাই নয়, আমি তোমার সেবায়
নিযুক্ত করিব দাস দাসী চাও যত ;
বিরাট ভবন এক তোমা দেব ছাড়ি' ;
আর যা চাহিবে এর পরে,
সাধ্যমত হয় যদি, করিব তা দান।

উদাস (উঠিয়া) চলিলাম আমি ;
বৃথা বাক্য ব্যয়ে তব সাথে—
মোর কোনো নাহি প্রয়োজন।

অনল (ক্রুদ্ধ হইয়া) কোথা যাও অবজ্ঞা দেখায়ে ?
জান তুমি কা'র সাথে কর আলাপন ?

উদাস। তা'তে কিছু নাহি ক্ষতি মোর।
জানি কিম্বা না জানি যদ্যপি,
কিবা তা'তে আসে যায় মোর ?

[একবার ভাল করিয়া অনলের মুখের দিকে চাহিয়া]
চিনেছি তোমায় মনে হয়।
হয়ত বা রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র কেহ
হ'বে ব'লে মনে হয় তোমা।
তা'তে কিবা বাধা মোর দুর্নিবার পথে ?

অনল। তুমি কবি, কিবা শিক্ষা হ'য়েছে তোমার ?
মন্ত্রীপুত্র সাথে কোন্ ভাবে
কহিবারে হয় কথা, কিছু নাহি জান।
তবু কেন লোকে তোমা করে সমাদর,
বুঝিতে না পারি।

উদাস। সে-শক্তি হইবে যবে, সে দিন বুঝিবে ;
নহে আজ, আসেনি সময়।

অনল। [কোষ হইতে তরবারী বাহির করিয়া]
স্তব্ধ হও ! শোন মোর কথা !

উদাস ! [সম্মুখে বক্ষঃ বিস্তারিত করিয়া দাঁড়াইয়া]
মুক্ত করি' বক্ষঃ মোর অসির সম্মুখে—
কহি পুনরায়—
যদিও অধীন মোর এই ক্ষুদ্র দেহ,
তোমার কৃপাণ পাশে, প্রাণ কভু মোর
নহে কারও করায়ত্ত, চিরমুক্ত তাহা।
পুনঃ কহি—নির্গুণের দম্ভ ধন-মানে,
পদাঘাত ক'রে চলি নিঃসঙ্ক হৃদয়ে।

দাম্ভিক-কুটিল জনে চিরকাল আমি
ঘৃণা করি, যত বড় হোক্ নাক তা'রা।

[প্রস্থানোদ্যত হইলে বিপরীত দিক হইতে একজন **স্ত্রীলোক** আসিয়া **উদাসের** কাছে গিয়া দাঁড়াইল]

স্ত্রীলোক। আমার বাড়ীতে যে তোমার আহারের কথা ছিল, বাবা! গরীব ব'লে কি ভুলে গেলে নাকি?

উদাস। সে কি মা! আপনি কেন এলেন নিজে? কাউকে ডাকতে পাঠালেই ত হ'ত। এই রাত্রে এখানে এত কষ্ট ক'রে—

স্ত্রীলোক। তোমাকে যে কেউ খুঁজে পায়নি, বাবা। তাই, আমি নিজে খুঁজতে বেরিয়েছি। আমি জানি—আমার কবি ছেলে কোন্ বনের ধারে কিম্বা নদীর ধারে ব'সে, তা'র শোভা দেখতে-দেখতে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছে।

উদাস। মা! তাইত, আহা। তা হ'লে আপনাকে ত আমি বড় কষ্ট দিয়েছি! তা, মা হ'লে যে এমন কষ্ট সন্তানের জন্যে অনেক সহ্য করতে হয়, মা। তা' না হ'লে, এ বিশ্বজগতে 'মা' কথাটায় যে বুকটা অপার আনন্দে ভ'রে উঠতো না, মা।

স্ত্রীলোক। তাই ত বাবা। তোমার সঙ্গে কথা ব'লেও পরম শান্তি।

উদাস। সবাই কি তা' পায়, মা? আপনার মত মা-ই বা ক'টা আছে? অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি, অনেককে মা ব'লে ডেকেছি, কিন্তু গর্ভধারিণী ভিন্ন আপনার মত মা ত মেলেনি, মা। ওঃ। বড় কষ্ট দিয়েছি!

[**উদাস** ও **স্ত্রীলোকের** প্রস্থান]

[**অনল** প্রস্তর মূর্ত্তির মত **স্ত্রীলোকের** ও **উদাসের** কথা শুনিল এবং যতদূর চোখ যায় তাহাদের প্রস্থান-পথে চাহিয়া রহিল]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—জনৈক সন্ন্যাসীর আশ্রম।

[আশ্রমের একস্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে। তাহার সম্মুখে **সন্ন্যাসী** ধ্যানে অবস্থিত।]

[পূর্ব্বোক্ত **পাগ্‌লি** ও পুরুষের বেশে তাহার পশ্চাতে **শ্যামলী** ও **প্রভাতীর** প্রবেশ]

পাগ্‌লি। এস একটু কষ্ট ক'রে···এখানে নিশ্চয়ই তা'কে পাওয়া যাবে। আমি এ আশ্রমে তা'কে দেখেছি; তা'র সঙ্গে কথা কয়েছি। আহা! সে ত খারাপ ছেলে নয়! সে বড্ড ভাল।

শ্যামলী। সে ত খারাপ—ছেলে-বেলাতে ছিল না মাসী। বড় হ'যে অসৎ সঙ্গে মিশে খারাপ হ'ল। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় হয়ত তা'র খারাপ কিছু তুমি দেখনি। সত্যি যদি তুমি ওকে দেখাতে পার, তাহ'লে তোমায় চিরকালের মত আমাদের মাসীর মত ক'রেই রাখবো। শুধু তাই নয়, তোমাকে এমন কিছু একটা উপহার আমরা দেবো, যা'র দাম তুমি ঠিক করতে পারবে না।

প্রভাতী। আমিও তাহ'লে মাসী, তোমাকে এত ভালবাবো যে, ঠিক তুমি যেন আমার মা।

পাগ্‌লি। (সহসা কাঁপিয়া উঠিল) কি বল্লে? কি বল্লে? আর একবার বলো?—ভাল ক'রে শুনি!

প্রভাতী। বলছি—তাহ'লে মাকে যেমন লোকে ভালবাসে আমিও তোমায় সেই রকম ভাল বাসবো।

পাগ্‌লি। (কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আপনার মনে বলিল)

কে বুঝিবে কেন উন্মাদিনী,
কে জানিবে হেন ভিখারিণী কবে হ'তে,
সাজি-য়াছি হারাইয়া কা'রে!
বুঝিবে না জগতের কেহ মোর মত.
মা' ডাক শুনিলে কেন কাঁদে মোর প্রাণ।
এ জগতে যদি কেহ হারাইয়া থাকে—
আপনার একমাত্র নয়নের মণি—
তবে সে বুঝিবে ভাল আমার বেদনা।

প্রভাতী। কি ভাবছো মাসী? আমার কথা কি তোমার ভাল লাগে না?

পাগ্‌লি। লাগে ভাল, যদি তুমি আজ থেকে ডাক।

শ্যামলী। কি ব'লে ডাকবে?

পাগ্‌লি। মা—মা—মা।

শ্যামলী। তা' ডাকতে ত আমাদের কোনো বাধাই নেই, অপমান ও কিছু নেই। মা ব'লে ত সবাইকেই ডাকা যায়, মা! আর, এ ডাক ডাকলে, যত বড় পরই হোক না, তাকে আপনার ক'রে নেওয়া যায়।

তবে কি জান মাসী? আমি এদের চেয়ে অনেক বড়, আমার বয়েস যখন—না থাক্। আমি বলছি যে, আমি অনেক যায়গায় ঘুরেছি,—লেখাপড়াও এদের চেয়ে বেশী শিখেছি। তাই আমার অনেককে মা ব'লে ব'লে, যাকে খুসী মা বলার অভ্যাস আছে। কিন্তু ওদের তা'নেই। তাই, হয়ত প্রভাতীর বলতে প্রথম প্রথম বাধবে।

পাগ্‌লি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তবে?

প্রভাতী। না দিদি। আমি চেষ্টা করলে হয়ত বলতে পারবো। আমি জোর ক'রে বলবো—যখন মাসীর শুনতে অত ভাল লাগে।—(পাগ্‌লিকে) কিন্তু, মাসী! তোমার সব কথা ত কোনো দিন আমাদের বল্লে না; আমরা কিন্তু একদিন শুনবোই।

পাগ্‌লি। আবার, মাসী? কই, তা' ব'লে ত ডাকলে না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হুঁ।

শ্যামলী। প্রভাতী! মাসীর শুনতে যখন এত সাধ, তবে ডাক না 'মা' ব'লে। মাসীর গল্প ত মাকে বলেছেন,—মাসী তাই বলছিলেন। আমি এখনও শুনিনি; তবে মাসি যে কে, তা আমি জানি।

প্রভাতী। মাসী!—মা। মা। তুমি—(সহসা কণ্ঠরোধ হইয়া চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল ও পাগ্‌লি তাহা দেখিল)

শ্যামলী। প্রভাতী। প্রভাতী। কেন রে? হঠাৎ কাঁদছিস্ কেন?

প্রভাতী। জানিনে দিদি, কিছু বুঝতে পারছিনে। আমার ভেতরটা কেমন করছে। মনে হচ্ছে কাঁদলে ভাল হয়।

শ্যামলী। সে কি! পনের বছর তোর বয়স হ'ল—তুই ত ছেলে মানুষ নোস্, যে, কিছু বুঝতে পারিসনে। কি হ'ল বল্ ভাই! (সস্নেহে প্রভাতীর গায়ে হাত দিয়া দাঁড়াইল)।

সন্ন্যাসী। তোমরা কে বাবা? তোমাদের কোনো প্রয়োজন আছে? [সকলে একবার চমকিয়া উঠিল; তারপর **শ্যামলী** ও তৎপরে **পাগলি** ও **প্রভাতী** সন্ন্যাসীর কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল] কি চাও বাবা তোমরা? (পাগ্‌লিকে লক্ষ্য করিয়া) এরা কি তোমারই সন্তান, মা?

পাগ্‌লি। না বাবা! তবে সন্তানেরই মত। বাবা! তোমার কাছেই আমরা এসেছি।

সন্ন্যাসী। তোমারা কি চাও?

শ্যামলী। যদি আগে আমাদের একটা কথা রাখেন, তাহ'লে সব কথা আপনাকে বলি।

সন্ন্যাসী। যদি রাখবার মত হয়, নিশ্চয়ই রাখবো, যখন তোমরা আমার আশ্রয়ে এসেছ।

শ্যামলী। আমরা রাজ বংশের মেয়ে—গুপ্তচর হ'য়ে আমাদের এক ভাইকে খুজে বেড়াচ্ছি। তা'কে তা'র পিতা তা'র স্বভাবের জন্যে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তারপর পাঁচ বছর আর কোনো খবরই আমরা পাইনি। বাপ মায়ের একটি ছেলে ব'লে—

সন্ন্যাসী। বুঝেছি। তোমরা ঠিক সন্ধান পেয়েছ। সে আমার এই খানেই আছে।

প্রভাতী। কেমন আছে? কি করছে এখন?

সন্ন্যাসী। ভালই আছে,—আমার কাছে সে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। সে আমার শিষ্য হ'য়েছে। তার অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে বাবা !

প্রভাতী। (সজল নেত্রে) আমাদের কথা কিছু বলেন না ? দেশে ফিরে যাবার কথা—?

শ্যামলী। তা'কে আপনি কি ক'রে পেলেন ? আপনার কাছে সে কত দিন এসেছে ?

সন্ন্যাসী। প্রায় তিন বছর।

দূরে সঙ্গীত (সুর—ভীমপলশ্রী)

বনানীর পরপারে তপনের আলো
দূরে ঐ নিভে আসে, মসীময় কালো—
রজনীরে ডাক দেয় দিগন্ত প্রসারি'।
আশ্রয় খুঁজিছে পান্থ ক্লান্তদেহে তারই।
জগতের অন্ধকারে কে দেখাবে পথ !
কোন্ রাজ্যে গেলে পাবো অসীমের রথ !

সন্ন্যাসী। ঐ আসে শিষ্যগণ বন হ'তে ফিরে,
হোমাগ্নির কাষ্ঠ করি', আহরণ সবে।
সন্ধ্যা আসে কৃষ্ণময় রূপ নিয়ে দূরে,
দিবসের আলোকে আঁধারি'।
(শ্যামলীর প্রতি) সন্দেহ জাগিছে বৎস ! তোমা হেরি' মোর ;
কোমল স্বভাব-দেহ, মধুবাক্য হেন—
পুরুষের কভু না সম্ভবে।

ঘ

শ্যামলী। সত্য ঋষি! ধারণা তোমার—
নহি দুইজন মোরা প্রকৃত পুরুষ ;
ছদ্মবেশে আসিয়াছি দুটি-বোন্ মোরা—
ভ্রাতার সন্ধান নিতে দূর দেশ হ'তে।

প্রভাতী। বল বল বল মহাজন।
দেখিব কি আজ এ-বেলায়
মোদের স্বদেশছাড়া ভায়েরে হেথায় ?

সন্ন্যাসী। এখনি দেখিবে তারে, না হও অধীর।

শ্যামলী। কিন্তু দেব! রাত্রি সমাগত ,
কেমনে কাটাব নিশা এ কানন-পথে ?

সন্ন্যাসী। আশ্রয়ে আমার যবে এসেছ তোমরা
মোর ক্ষুদ্র কুটীরের মাঝে—
যথাসাধ্য তোমাদের রাখিব আদরে।
তবে, মাগো! কষ্ট হ'বে কোমল তনুর।
রাজকন্যা—সুখে-যত্নে লালিত ও দেহ ,
সাধুর আশ্রমে আসি' বহু কষ্ট পাবে।

প্রভাতী। কষ্ট কিছু হ'বে না আমার।

শ্যামলী। রাজকন্যা বলি' মোরে করিওনা হেলা।
কষ্ট বহু পাইয়াছি স্বদেশের তরে,
প্রজার মঙ্গল তরে বহু কর্ম্ম করি'।
কষ্ট সহিবার মোর হ'য়েছে ক্ষমতা।

বিনা কষ্টে কোথা ঋষি। সুখ হেথা মিলে ?
কমল তুলিতে গেলে কণ্টকের হানা—
সহিতে পারিলে আগে, তবে তাহা মেলে।

সন্ন্যাসী। প্রীত বৎসে ! হইলাম শুনি' তব বাণী।
কহ মোরে কোথা তব দেশ-জন্মভূমি ?
দেখে মনে হয়, তুমি আজিও কুমারী।
সত্য যদি এই কথা, শুনি কি কারণে ?

শ্যামলী। সত্য পিতা। আজিও কুমারী হ'য়ে আছি।
সাধু ইচ্ছা বক্ষে ধরি' দেশ সেবা হেতু,
বিবাহ বন্ধনে আমি হইনি অধীন।

সন্ন্যাসী। হর্ষ মোর বাড়ে ক্রমে, তব কথা শুনি'।
অন্যকথা শুনিব পশ্চাতে ,
আগে কহ, কোথা জন্মস্থান।

শ্যামলী। যেথায় বহিছে ধীরে শত নদ-নদী ,
ভাগীরথী সুরধুনী কুলু-কুলু নাদে
পবিত্র বারির ধারা বক্ষে বহি' বহি',
'সুজলা সুফলা শ্যামা' করি দুই কূল—
যে-দেশেতে ব'হে যায় মন্দাকিনী সম ;
নিশায় পূর্ণেন্দু সেথা রজত-কিরণে
উদ্ভাসিত করি' ধনী-দরিদ্রের গেহ,
উঠে ঊর্দ্ধে গগনের নীল মুক্ত কোলে ,

নিবিড় নিশীথে যেথা অম্বর-আসনে
ব'সি, কোটি তারামালা দীপ-শিখা ল'যে,
নিম্নবাসী প্রজাগণে দেয আলোধারা ;
যেথায বরষে, প্রতি মাসে দেশবাসী—
স্রষ্টার অনন্ত গান গায পূতচিতে,
শত্রু-মিত্র এক হয়ে ভাগীরথী কূলে ,—

সন্ন্যাসী। (চক্ষু মুদ্রিত করিযা) কে শোনালে হেন কথা ?
প্রাণ মোর হতেছে কম্পিত ,
আনন্দে শিহরে তাহা শুনি' কার কথা।
বল বৎসে। বল, বল, স্বদেশের স্তুতি।

শ্যামলী। যে-দেশের প্রতি ফলে, প্রতি শস্যমাঝে,
জননীর ক্ষীর-ধারা রয়েছে সঞ্চিত ,
যে-দেশে, পিতার স্নেহ, সহোদর প্রীতি,
সহোদরা অনুরাগ—বংশীধ্বনি সম
সুদূর প্রবাস-পথে প্রবাসীরে ডাকে ,
যে-দেশে পবিত্র চিত্ত সতী রমণীরা—
সতীত্ব রক্ষার তরে তুচ্ছ করি' সব,
হাস্যমুখে বিসর্জ্জন দেয মহা প্রাণ ,
পরের যাতনা হেরি' যে-দেশ-বাসীর
চক্ষে বহে বিগলিত নয়নের ধারা—
সেই দেশে, সেই ধন্য পূতক্ষেত্র-ক্রোড়ে,
গৌড়ভূমিতে পিতা ! আমার স্বদেশ।

(বলিয়া ভক্তিভরে জন্মভূমির উদ্দেশে নমস্কার)

সন্ন্যাসী
করি আশীর্ব্বাদ বৎসে। যে কামনা ল'য়ে
কুমারী জীবন তুমি করিছ যাপন—
ফলবতী হোক তাহা পুণ্য করি' তব
জন্মভূমি-জননীর অপবিত্র সব।

[মাথায় কাঠের বোঝা লইয়া **অজয়ের** প্রবেশ ও দু' এক পা যাইয়া অন্য মনস্ক ভাবে—সকলের কাছ হইতে দূরে উপবেশন]

অজয়। এম্‌নি ক'বে ক'টা বছর কাটিয়েছি। এ-ও একরকম জীবন। মন্দ কি? একদিন রাজপুত্র ছিলাম, আজ না হয় সন্ন্যাসীর শিষ্য হ'য়েছি যখন বাজ্যে আমাব কোনো অধিকার নেই, ঐশ্বর্য্যের দ্বারে প্রবেশ নেই, তখন এই ভাবে জীবন কাটানো মন্দ কি?—কিন্তু, ক'বছরে কত শিক্ষাই না হ'ল। ছিলাম কূপ-মণ্ডুক হ'যে—নিজের দেশে সামান্য গণ্ডীর মধ্যে সুখ-যত্নের ভেতবে। দুঃখ-কষ্ট কোনদিন জানিনি, বুঝিনি, ভেবেছিলাম —রাজাব ছেলে আমি, এমনি করেই আমার দিন যাবে। কিন্তু সেটা কত ভুল! এম্‌নি কত ভুলই না মানুষ অজ্ঞানে ক'বে থাকে। উঃ। কত বড ভুল।

প্রভাতী। [**অজয়কে** দেখিতে পাইযা, আনন্দে অধীর হইয়া **শ্যামলীর** গাযে হাত দিযা চাপা গলায় বলিল—] দিদি! দিদি! ঐ কি অজযদা?

শ্যামলী। চুপ্‌।—দেখি? দেখি?—আহা? কতদিন ওকে দেখিনি।

প্রভাতী। আমিও ত অনেকদিন দেখিনি দিদি! অন্য দোষ

করতেন বটে, কিন্তু আমাদের কত ভালবাসতেন অজয়দা। নিজের টাকা আমাদের কত কাজে ব্যয় করেছেন। আমাদের কত উপহারও দিয়েছেন।

শ্যামলী। আহা! দ্যাখ্ দ্যাখ্! কেমন চেহারা ছিল, এখন কেমন হয়েছে, এখন গোঁফ-দাড়ি বেরিয়েছে, মাথার চুল বড় হ'য়ে জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

প্রভাতী। দিদি! আজই আমরা পরিচয় দিয়ে, ওঁকে নিয়ে যাই চল। আহা! এখানে বড় কষ্ট হচ্ছে! এমন কষ্ট ক'রে ত কখনো থাকেননি উনি।

শ্যামলী। না প্রভাতী তুই ছেলেমানুষ, সংসার সম্বন্ধে তোর কোনো জ্ঞানই হয়নি। ওরও সংসার সম্বন্ধে শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। সেকালে রাজারা কত কষ্ট ক'রে, গুরুগৃহে কতদিন ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে, পরিণত বয়সে বিবাহ ক'রে সংসারী হত। হয় ত আরও কিছু দিন এখানে না থাকলে, ওর শিক্ষা তেমন হবে না। আমি ওকে আজ পরীক্ষা করবো। কিন্তু, খুব সাবধান। যেন ঘূণাক্ষরেও তুই আমাদের পরিচয়ের কথা কিছু বলিস্‌নে।

প্রভাতী। আচ্ছা। আমি খুব সাবধানে থাকবো। তোমার কাছে-কাছেই থাকবো—যদি পাছে সব কথা ভুলে গিয়ে পরিচয় দিয়ে ফেলি।

অজয়। উঃ। এই জীবনের কত কথাই না আজ মনে পড়ছে। প্রথম দেশ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে, যখন এক দেশের কোনো শিক্ষকের বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম, তার দুচার দিন পরে তিনি এই ব'লে তাড়িয়ে দিলেন—"তুমি গরীব হলেও ক্ষতি ছিলনা, কিন্তু তুমি শঠ, তুমি

মিথ্যাবাদী।” তাব পর অনাহাবে অনিদ্রায় কটা দিন কাটিযে, এক ধনীর বাড়ীতে চাকর হ'যে প্রবেশ করলাম। কিন্তু, দুদিন পরে সেখান থেকে ও তারা তাড়িযে দিলে, বল্লে—“তুমি অবাধ্য ও উদ্ধত, এখানে তোমাব স্থান হবেনা।”

প্রভাতী। দিদি। দিদি। অজযদা কি ভাবছে দ্যাখো।

অজয। তার পব কি ভাবে কাটিযেছি, সে কথাও আজ স্পষ্ট মনে পড ছে। কোথায় নিজেব দেশ! কোথায মা-বাপ-ভাই-ভগ্নি, আর কোথায আমি! মাঝে মাঝে একটা মমতা, কি যেন একটা ব্যাথা—অতীত জীবনকে স্মরণ ক'রে—প্রাণেব মধ্যে জেগে ওঠে। কিশোর বযসের সেই স্নেহ-ভালবাসাব মধ্যে যেন কি একটা মাযার মন্ত্র আছে।—সে কত শান্ত, আমার কত বাধ্য ছিল। আমাকে কোনোদিন একটা রূঢ কথা বলেনি। যাক্। কিন্তু, রাজার ছেলে ব লে, সেই বিদ্বান্ লোকটীর বাড়ীতে যে-আশ্রয পেযেছিলাম, তাও ত হারালাম নিজেরই দোষে! বল্লেন তিনি—“তুমি মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয নিযে নিজের পবিচয় দিযেছ। নইলে, রাজার ছেলের আচরণ এমন হযনা। যে রাজপুত্র, তাব রাজকুলোচিত গুণ থাকা প্রযোজন। সেখানথেকে যেন একটা চৈতন্য হ'ল। তাবপর ঘুরে ঘুরে এই সন্ন্যাসীর আশ্রযে এসেছি। পিতা-মাতার কি আর আমার কথা মনে আছে?

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—পথপার্শ্বস্থিত প্রাসাদ-কক্ষ।

শিক্ষয়িত্রী, ।বজলী, প্রভাতী, আরতি, বীণা, লীনা, ইরা ও মীরা।

[সকলের হাতেই একটি করিযা বীণা, এবং শিক্ষ।ত্রযী ভিন্ন অপব সকলেরই বীণা বাজাইযা সঙ্গীত]

গান সুব—মিশ্র কেদাবা।

প্রাণে আমাব যখন বাজে ব্যথার নিঠুব ঝনঝনি।
তোমার কোমল সুবেব পবশ গাথায় শীতল চন্দনই।
বিশ্বে যখন দীপক বাজে,
মল্লাবে মোর চিত্ত রাজে,
বাজে যবে সভার মাঝে
সাবং, আমার চিত্তে গো।
স্তব্ধ রাতের বেহাগ জাগে ছুটিয়ে সকল বন্ধনই।
বাতাস হ'যে আকাশ তলে
নীরব খেলা নিত্য গো।
দূর নীলিমায তারার মালা—
তুমিই ভোলাও চিত্ত গো।

আজ চেতনা যা পেয়েছি,
সুরটি তোমার যা গেয়েছি ;
ভরুক তাতেই জীবন আমার
ডুবিয়ে সকল ক্রন্দনই।

[যখন গান হইতেছিল তখন সম্মুখবর্ত্তী পথ দিয়া **উদাসের** প্রবেশ ও নিবিষ্ট চিত্তে সঙ্গীত শ্রবণ]

উদাস। প্রেমিক ভক্তের কোনো রচিত এ-গীত।
সত্য বটে সামঞ্জস্য জগতের সাথে
নাই কিছু মানব চিত্তের।
যবে হেরি চারিদিকে আনন্দ উৎসব,
আমার হৃদয়ে জাগে অনন্ত ক্রন্দন।
অপার আনন্দে পুনঃ ভাসি যবে আমি,
চারিদিকে হেরি তবে ঘোর আর্ত্তনাদ।
অন্ধ জীব ব্যস্ত সদা আপনার ল'য়ে,
নাই জ্ঞান বিশ্বে আছে হেন একজন—
ইচ্ছা ক্রমে হয় যার জীবন মরণ,
সুখ দুঃখ পায় নর যাহারে বিস্মরি'।
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা, আকাশ-বাতাস,
তারাদল-জল-স্থল-নর-পশু-কীট—
তাঁহার রচিত সবই—বোঝেনাক তারা।
তাই প্রতিপদে ক্লেশ পায় যত জীব।

বিজলী। [উদাসের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়াই] গুরুমা। ঐ দেখুন ওখানে কে দাঁড়িয়ে আমাদের গান শুনছে।

আরতি। কৈ ? দেখি ? (উদাসকে দেখিয়া) ও কথা বলিসনে বিজলী ! ওকে তুই চিনিস্‌নে বুঝি ?

লীনা। ওঁকে ত অনেকে পাগল বলে।

বীণা। কেউ কেউ বলে—উনি খারাপ লোক।

আরতি। চুপ্‌। খবরদার। ওঁকে তোর বাবা ভাল ক'রে চেনেন ; তিনি ওঁর কত প্রশংসা করেন।

মীরা। উনি ত বুড়োদের সঙ্গেও মেশেন, আমাদের মত ছেলে-মেয়েদের নিযেও মজা করেন।

শিক্ষয়িত্রী। তার মানে—উনি সবাইকেই ভালবাসেন। ওঁকে আমিও চিনি। উনি একজন কবি।

আরতি। কবি কি ? কা'কে বলে ?

শিক্ষয়িত্রী। কেন ? আমি ত কতবার সবাইকে বুঝিযে দিযেছি। হাঁ, তবে তুই সব চেযে ছেলেমানুষ—তোকে বোঝানো একটু শক্ত।

বিজলী। কেন ? শক্ত কেন ?

শিক্ষয়িত্রী। তোকে নিয়েই হ'য়েছে আমার মুস্কিল বিজলী। তোর এই সব কথাতেই—'কেন' প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাকেও হয় কবি, নয় একজন দার্শনিক হ'তে হ'বে। এক কথায়—'কবি' কা'কে বলে বুঝিয়ে দিই। ত্যাখ্‌, পরের সুখ-দুঃখ যিনি নিজের ভেতরে অনুভব করেন ; যে-সব জিনিস চোখে দেখা যায় বা যা চোখে দেখা যায় না, সেই সব নিয়ে যিনি চিন্তা করেন ; সকলকে যিনি ভাল বাসেন ; নিজের অনেক

কথা ভুলে গিয়ে, জগতের অনেক জিনিস নিয়ে যিনি মাথা ঘামান; আর, নানা ছন্দে নিজের চিন্তা ও ভাবকে ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন—তিনিই কবি। তবে কবিকে চিনতে গেলে নিজেকে চিনবার মত আগে হওয়া চাই। তা হয়না বলে, অনেকে কবিকে ঠিক চিনতে পারেনা।

আরতি। ঠীক। কিন্তু, কবিদের জীবন প্রায়ই দুঃখময়।

শিক্ষয়ত্রী। তা'র অর্থ কি?

আরতি। খুব কম লোক ভিন্ন আর সবাই প্রায় শেষ জীবনে কষ্ট ও অভাবে প্রাণত্যাগ করেছেন। অনেকে জীবনের বেশীর ভাগই কষ্টে কাটিয়েছেন।

বীণা। তুমি কি ক'রে জানলে দিদি?

বিজলী। কেন? প'ড়ে আর অনেকের মুখে শুনে।

শিক্ষয়ত্রী। হাঁ, বিজলী! খুব সত্যি কথা! ওটা একটা বুঝি মা সরস্বতীর অভিশাপ। ওর মানে এই যে, যাঁরা সুখৈশ্বর্য্য ভুলে কষ্ট স্বীকার করতে পারবেন, তাঁদের ওপরেই তিনি প্রসন্না হ'বেন। তাই, তাঁর ভক্তদের পরীক্ষা করবার জন্যেই তিনি অত কষ্ট কবিদের দিয়ে থাকেন।

প্রভাতী। (একদৃষ্টে চাহিয়া আপনার মনে)

সাধ হয়, নিজে হয় কবি।
যে-বেদনা জাগে প্রাণে, করি তা প্রকাশ
কবির বেদনাময়ী গভীর ভাষায়।
এতদিন যাপিয়াছি আমোদ-প্রমোদে;
বুঝিনাই, জানিনাই দিনেকের তরে—

মাতৃহারা হ'যে আমি পরের আশ্রিতা।
মাযের মমতা-স্নেহ কিছুই বুঝিনা।
কিন্তু, মনে হয়, রাণী সন্তানের মত
পালন করেছে ব'লে তাঁরে ভালবাসি।
আসে দিন যাবে দিন চ'লে ;
হয়ত দেশের রীতি-নীতি অনুসারে
আমারে পরের ঘরে দেবে বিলাইযা।
পিতৃ-মাতৃ-হীন যদি, কভু জানিনি ত—
কিবা দুঃখ তাহাতে আমাব।
কিন্তু, ফিরে আসি' হেথা সে-আশ্রয় হ'তে
যবে শুনিলাম সব কথা,
সেইদিন হ'তে ভাবি—আমি সবহারা।

শিক্ষযিত্রী। আরতি। তোমরা যে একটা কাজ ক'রে এসেছ, তা'র প্রশংসা না ক'রে আমি থাকতে পারছিনা। তোমাদের দেখে যেন তোমাদের ছোট ছোট ভাই বোন্‌দের শিক্ষা হয।

মীরা। কি কাজ মা ?

শিক্ষযিত্রী। রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্রকে খোঁজ করবার জন্যে ছদ্মবেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো—কত কষ্ট স্বীকার করা।

আরতি। সে ত আপনিই শিখিযেছেন, মা! পরের জন্যে জীবন পর্য্যন্ত মহাপুরুষরা উৎসর্গ ক'রে থাকেন। আমরা সঙ্গে লোকজন, টাকা-কড়ি নিয়ে তাঁদের খুঁজতে বেরিযেছিলুম।

ইরা। আরতিদি আর প্রভাতীদির সাহস খুব।

শিক্ষয়িত্রী। তোমাদের দু'জনকেই আমি আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমরা অম্‌নি ক'রে দেশের ও দেশবাসীর উপকার করতে পার।

প্রভাতী। উপকার আর কি ক'রেছি মা। রাজা ও রাণী আমাকে যে-স্নেহ-যত্ন ক'রেছেন, সবাই আমাকে যে-ভাল বেসেছেন, তার তুলনায় এ কিছুই নয় মা। প্রাণ দিতে পারলে, তবে তাঁদের ঋণ বুঝি কিছু শোধ হয়। এতদিন যা গোপন ক'রে সবাই রেখেছিল, দু'এক দিন হ'ল তা' প্রকাশ হ'যে পড়েছে। কিন্তু আজ ত আমি ছেলে মানুষ নই ; আজ বুঝবার ক্ষমতা আমার কিছু হ'যেছে। তাই বলছি—আমি যে অনাথা, একদিনের জন্যে ত তা' তাঁরা বুঝতে আমায় দেননি। তবে যখন বুঝেছি, তখন প্রাণটাকেও তাঁদেব জন্যে দিতে আমি প্রস্তুত হ'যেছি।

শিক্ষযিত্রী। আমরা অনেকেই তোমার কথা জানতুম প্রভাতী। তবে তোমার মনে কষ্ট হ'বে ব'লে, আমরা সেকথা তোমার কাছে প্রকাশ করিনি, কিন্তু বুঝতে পারছি—তাঁরা যে তোমার উপকার ক'রেছেন, তার উপযুক্ত প্রতিদানই তাঁরা পাবেন। আর আরতি। তুমিও যে তোমার অন্ধ মা'র কাজ অন্যলোকের হাতে নিশ্চিন্তে স'পে দিযে, অনলের সন্ধানে বেবিযেছিলে এরও তুলনা নেই।

আরতি। আমার বড লজ্জা করে বৃথা নিজের প্রশংসা শুনতে। আমি অতটা প্রশংসা পাবার উপযুক্ত এখনও হযনি। তবে আমিও খুব সামান্য কাজই তাঁদের ক'রেছি। অনলদার অনেক দোষ ছিল সত্যি, কিন্তু আমাদের খুব ভালবাসতেন ; আমার মাকে তিনি নিজের মা'ব মতই দেখতেন। ওঁর মা নেই ব'লে আমার মাও ওঁকে ঠিক নিজের

ছেলের মতই দেখতেন। তাই, আমি কিছু সামান্য কাজ তাঁর জন্যে ক'রেছি।

শিক্ষয়িত্রী। অনলের কিছু পরিবর্ত্তন বুঝতে পারলে?

আরতি। হাঁ, মা। সে-অনলদা আর নেই। অনেক তাঁর পরিবর্ত্তন হ'যেছে। অনেক যায়গায় ঠেকে ঠেকে এখন বুঝতে পেরেছেন যে, শুধু ধনী হ'লেই জগতের কাছে আদর পাওযা যায না বিদ্বান্ সরল, নম্র, মিষ্টভাষী ও বিনয়ী প্রভৃতি হ'তে পারলে তবে সবাব কাছে আদর পাওয়া যায়।

শিক্ষয়িত্রী। ঠিক; জগতে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিযে শিক্ষা না হ'লে, মানুষের শিক্ষা কিছুতেই হয না। কিন্তু, এম্‌নি ক রে শিক্ষা পেতে হ'লে, যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয, বাল্যকাল থেকে শিক্ষা হ'লে সে ক্ষতিটা আর মানুষের হযনা। আচ্ছা প্রভাতী। তোমার অজয়দার সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি?

প্রভাতী। আমি আর কি বলবো, মা? দিদিব মুখেই সব শুনছেন আপনি। তবে অজযদাব কাছ থেকে জেনেছি যে, ধন-মান-গর্ব্ব কিছুই মানুষকে ঠিক মানুষ কবতে পারেনা মানুষকে মানুষ হ'তে গেলে অনেক গুলো সদ্‌গুণ তা'র থাকা চাই। তিনিও অনেক যাবগায় ঘুরেছেন, অনেক কষ্ট পেয়েছেন। শেযে তাঁব চৈতন্য হ'য়েছে।

শিক্ষয়িত্রী। ঠিক; কিন্তু চৈতন্য একদিন মানুষের হ'বেই। যদি সময় থাকতে সেঃচৈতন্য হয়, তবেই লাভ, নইলে বিশেষ কিছু লাভ হয়না। থাক্। তা হ'লে—বিজলী। বীণা। লীনা। ইরা ও মীরা। তোমরা সবাই তোমাদের অজয়দা ও অনলদার দেখে শিক্ষা করো।

উদাস। (স্বগতঃ) সত্য কথা ; কে কোথায় কবে
দুঃখ-কষ্ট না পাইয়া লভেছে চেতনা ?
কে কোথায় চিনেছে সেই অসীম জনেরে
দুঃখ-কষ্ট-শোক-তাপ-হতাশা না লভি'।
গিয়া এবে মন্ত্রী কাছে, জানাই তাঁহারে
তাঁহার তনয় পুনঃ আসিছে ফিরিয়া
স্বদেশের কোলে কাল, হ'যে সে মানুষ।
মোর সাথে যেই দিন সেই দেখা বনে,
সেইদিন হ'তে তার হয়েছে চেতনা।
বক্ষঃ পাতি' অসির সম্মুখে
সমুচিত শিক্ষা তা'রে দিয়েছি সেদিন।
গতবার দেখে এনু, গেছে গর্ব্ব তার (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গৌড় রাজ-প্রাসাদের প্রাঙ্গণ মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রাতপ।

[বাহিরে শানাই ও বাদ্য ধ্বান এবং মধ্যে মধ্যে শঙ্খ ধ্বনি। **দুর্জ্জয়, অনল, মলয়, মরু** ও **শ্যামল। অনল দুর্জ্জয়ের** পদধূলি মাথায় লইল]।

দুর্জ্জয়। অপার আনন্দ আজ জাগে মোর প্রাণে
তোমা বৎস। ফিরে পেয়ে মানুষের মত।

ধন্য আমি, দেশবাসী, বন্ধুগণ তব
ফিরেছ চৈতন্য লভি' কু-পথ হইতে।
মাতৃ হারা পুত্র মোর ! (অনলের মাথায হাত দিয়া)
আশীর্ব্বাদ করি তুমি চির সুখী হও !
দেশের মঙ্গল, আর দীনের সেবায়,
সাধু কর্ম্মে চির দিন গুণীজন সম—
যাপ' কাল মোর গৃহ-কোলে,
লক্ষ্মী সম গুণবতী ভাবী বধূসনে।

অনল। আশীষে তোমার পিতা ! পেয়েছি চেতনা।
যবে ছাড়ি' চ'লে গেনু স্বদেশ আমার
ভাবিলাম—কি নিঠুর পিতা মোর সেই—
একমাত্র পুত্রে যেই দেয় তাড়াইয়া !
তারপর, কত দেশ ঘুরি' ইচ্ছামত—
প্রতিদেশে শিক্ষা কিছু লভিতে লাগিনু।
বুঝিলাম বহু পরে শেষে—
কু-পুত্র যদিও হয় বহু জনকের,
পিতা-মাতা মন্দ কভু হয়না ধরায়।
বুঝিলাম—নিজ রক্তে স্নেহ ধারা দানে
যে-সন্তানে পিতা-মাতা করেন পালন,
অমঙ্গল তা'র কভু করেনাক তাঁরা।

দুর্জ্জয়। সত্য কথা ! অতি সত্য কথা।
আমি, যাই করি গিয়ে এবে আয়োজন ;

বাকী আছে আরও বহু কাজ।
অজয় আসিবে ফিরি' ঘণ্টা দুই পরে।
বহু স্থান হ'তে আজ বহু লোক জন
হেথা আসি' মাতিবে উৎসবে।

(প্রস্থান)

অনল। (**মলয়, মরু** ও **শ্যামলকে** লক্ষ্য করিয়া)
এস ভাই! দাও আলিঙ্গন,
পুনঃ মোরে টেনে নাও বুকে বন্ধু বলি'
কিশোর বয়সে মোরে যেমন করিতে।
(প্রত্যেকের সহিত আলিঙ্গন করিয়া)
সত্য ভাই! ধন্য গণি নিজেরে এখন,
তোমরা প্রকৃত বন্ধু ভ্রাতা সম মোর।
আমার মঙ্গল হেতু যে-কথা বলিতে—
যদিও তা' বুঝি নাই আগে,
ঈশ্বরের কৃপা আর গুরু আশীর্ব্বাদে
বুঝিয়াছি আজ।

মলয়। হয়ত ভাবিয়াছিলে, আমরা সবাই
ঘৃণাভরে দেখিয়াছি তোমা।
কিন্তু ভাই! ঘৃণা কভু করি নাই মোরা।
ভালবাসা এম্‌নি জিনিষ—
যারে ভালবাসা যায়, হিতাহিতে তা'র,
জাগে চিত্তে আনন্দ-বিষাদ।

মরু। যবে লোকে তব নিন্দা করিতে লাগিল,
আমাদের প্রাণে তবে বিঁধিল বেদনা।
বন্ধু বলি' ভ্রাতা বলি' আজীবন কাল,
ভাল যারে বাসিয়াছি মোরা,
সে যদি নির্গুণ হয়, না শোনে বারণ—
তা'র চেয়ে কি বেদনা বান্ধব-হৃদয়ে—
হ'তে পারে, বুঝিতে না পারি।

শ্যামল। কতদিন কত নব মধুর উৎসবে—
হারায়ে তোমারে মোরা,
কি বেদনা প্রাণে প্রাণে অনুভব করি'
কাটায়েছি উৎসবের বেলা!

মলয়। অতীতের কথা নিয়ে বৃথা দুঃখ করা।
অতীতে থাকিতে দাও বিস্মৃতির কোলে।
এস আজ আনন্দ-উৎসবে—
তৃষিত হৃদয় করি শীতল চন্দনে
পরিতৃপ্ত, উৎসবেতে মাতি'।

অনল। কি আনন্দ মোর ভাই! যবে শুনিলাম—
তোমাদের যশঃখ্যাতি দেশে ও বিদেশে,
বিদ্যা-বুদ্ধি-দেশ-কর্ম্মে হ'য়েছে অমর।
তাই সাধ হ'ল মোর হেরিতে নয়নে—
কিবা কাজ ক'রেছ তোমরা—
যার খ্যাতি বিদিত বিদেশে।

মলয়।　　প্রশংসা করার মত যদি কোনো কাজ
ক'রে থাকি, অতি ক্ষুদ্র তাহা,
আর তা'তে নাই কিছু গর্ব্ব আমাদের।
যে আদর্শ নবপতি পেয়েছি আমরা—
তাঁরই শিক্ষায় ভাই। ক'রেছি যা' কিছু।
মোরা শুধু করিয়াছি কর্ম্ম, ভৃত্য সম।

মরু।　　প্রয়োজন নাই সে কথায়।
এস যাই ল'য়ে আসি বন্ধু অজয়েরে—
কিছু দূর পথে সবে হ'য়ে অগ্রসর,
সমুচিত অভ্যর্থনা করি'।

শ্যামল।　　এ উৎসব যেন অন্তহীন।
একদিকে তোমাদের উভয়ের তরে
হ'বে যথা শুভ শঙ্খধ্বনি—
স্বদেশে ফিরিয়া পুনঃ আসিবার হেতু,—
অন্যদিকে তিনটি যুগল হৃদি—
মিলিবে আজিকে !—
বড়ই গোপন কথা ব'লে রাখি তোমা,
অপরে জানেনা কেহ এই গূঢ় কথা,
সময় আসিবে যবে জানিবে সবাই।

অনল।　　কৌতুহলাক্রান্ত হ'ল মন !
বাধা যদি না থাকে প্রকাশে—
বল তবে কা'রা সেই জন ?

মরু। এ-বড় গোপন কথা—রাজার নিষেধ।
প্রকাশিত হ'লে কথা—
রাজার অভিষ্ট-সিদ্ধি হবেনাক শুনি।
চল যাই এবে—পরে জানিবে সেকথা।

[এক দিক দিয়া **মরু, মলয়, অনল** ও **শ্যামলের** প্রস্থান ও অন্যদিক হইতে বলিতে বলিতে **জয়ন্ত** ও **উদাসের** প্রবেশ]

জয়ন্ত। সত্য কবি, প্রিয় তুমি সকলের কাছে।
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ সবারেই তুমি—
ক'রেছ স্নেহের ডোবে তব বশীভূত।
দেশবাসী সকলের মুখে—
শুনি তব প্রশংসা অশেষ।

উদাস। বহুদূর দেশ হ'তে আসিতেছি আমি,
শুধু তব খ্যাতি শুনি', তোমার এ দেশে।
বুঝিয়াছি, মহারাজ নিজে গুণী ব'লে
আমার সামান্য গুণ দেখ বড় করি'।
কিন্তু, সাধ মোর নরপতি,—
তব কাছে রহি' কিছুদিন,
শিখিব অনেক কিছু ছাত্রসম আমি।

জয়ন্ত। এত গুণ আছে ব'লে তব,
আমার শ্যামলী তোমা পূজে দেব বলি'।
তাহার নিজের—

উদাস। ও কি কথা কহ নরবর!
আদর্শ রমণী জ্ঞানে সদা আমি যারে,
পূজি মোর নিভৃত কন্দরে—
সে কেন বাড়ায় মোর পাপের পশরা,
এই ভাবে দীন মোরে দিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি ?
ভ্রমিয়াছি বহুদেশ, দেখিয়াছি চোখে,
কত শত নারী মূর্ত্তি দেশ দেশান্তরে ;
কিন্তু দেব! তব কন্যাসম গুণবতী,
কোনো নারী পড়েনি ত নয়নে আমার।
সাধ হয় মোর তাই শিখি তাঁর কাছে—
সরলতা-নিষ্পাপতা-স্নেহ-ভক্তি-প্রেম।
সাধ হয়, কল্পনার নিভৃত কাননে
তাঁহারই পবিত্র মূর্ত্তি কাব্য-পুষ্পদলে
সুশোভিত করি ইচ্ছামত।
বহু ভাগ্য তব নরপতি—
এহেন দুহিতা-রত্নে তুমি ভাগ্যবান্।
কুমারী কামিনীগণ শিক্ষা যেন পায়
অনুসরি' তব দুহিতারে।

জয়ন্ত। (হাসিয়া) কন্যা মোর বিনয়ী অধিক ;
তাই, কভু উর্দ্ধে স্থান না দিয়া তোমায়,
নিজে নাহি চায় বড় হ'তে।
কিন্তু, সত্য, যে-গান গাহিলে রচি'

মোর পুত্র-অভ্যর্থনা তরে—
তা হ'তে বুঝিতে পারি, তব হৃদে প্রেম
বহে যত দেশবাসী তরে।
কিন্তু, কহ শুনেছ কোথায—
কবিগণ যাপিযাছে কাল এজগতে
পরিগ্রহ না করিযা দার ?

উদাস। বুঝিযাছি কি বলিতে চাহ মহারাজ।
সত্য বটে, শুনি নাই হেন কথা কভু।

জয়ন্ত। জেনে শুনে, হ'যে জ্ঞানী, কেন তবে নিজে
দেশ হ'তে দেশান্তরে ফিরিছ একাকী,
না করি' বিবাহ—পত্নী পুত্র-হীন হ'যে ?
মূর্খ আমি যদিও বা মহাজ্ঞানী কাছে,
তবুও ধারণা মোর—বহু অভিজ্ঞতা
অসম্পূর্ণ র'যে যায সংসারী না হ'লে।

উদাস। জ্ঞানী তুমি, বযোজ্যেষ্ঠ মোর ;
আছে বহু অভিজ্ঞতা মোর হ'তে তব।
কিন্তু, কহি মোর গূঢ় কথা ;—
মোর প্রাণ চায় মুক্তি বিহঙ্গম সম ;
জলে-স্থলে, পর্ব্বতে-বিপিনে,
দিবায়-নিশায় চায় ভ্রমিবারে মন—
নির্ব্বিবাদে, মুক্ত বায়ু যথা।
চায় মন আপনার অবকাশ মত—

আপনি বিশ্বেরে ল'য়ে, অনন্ত উদ্যান
বিরচি' যতনে, করে আবাস তাহাতে।
চায় চিত্ত—আপনার ইচ্ছামত সদা
প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-দয়া-ব্যাকুলতা নিয়ে,
অসীমে বাঁধিতে—তুষি' আগে বিশ্বজীবে।

জয়ন্ত। আরও কিছু থাকে, যদি কহ তবে শুনি।
বিভিন্ন হৃদয়ে জাগে বিভিন্ন বাসনা।
মোরা শুধু দ্বন্দ্ব ক'রে মরি!

উদাস। আরও কিছু ভাবি নিয়ে জীবন-রহস্য ;
বাসনা জাগাবে যত ভোগ লালসার,
তৃপ্ত নাহি হ'বে তৃষা, বৃদ্ধি পাবে তাহা।
ক্রমে হ'বে অন্ধ চক্ষু, শ্রবণ বধির।
মায়া-মোহ-ভোগাচ্ছন্ন চিত্ত পথহারা—
আপনার ইষ্ট ছাড়ি' ল'য়ে যাবে দূরে।

জয়ন্ত। সত্য বটে তব বাণী কবি!
কিন্তু, কহ, লিপ্ত থাকি' সর্ব্বকাজে যেই,
আপন অভিষ্ট-সিদ্ধি করিবারে পারে—
সে কি ক্ষুদ্র? কত শক্তি তা'র?
যদি চাও আপনি বাঁচিতে কষ্ট হ'তে,
বিবাহ না করা তবে সমুচিত হ'বে।
কিন্তু যদি জীবনের চাহ অভিজ্ঞতা—

সংসারী না হ'লে, কবি।
সংসারী জনের সুখ-দুঃখ-ভোগ-ত্যাগ,
প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-মায়া, যাতনা অপার—
কি ক'রে বোঝাবে তব কাব্য ধারা মাঝে ?

উদাস। বুঝি তা'ও নরপতি। তবু চিত্ত মোর
উদাস বিরাগী হ'তে চায় অনুক্ষণ।
সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীমাঝে—
আপনার যত কিছু হ'য়ে যায় লয়,
জগতের কর্ম্মে তাহা হয় অন্তরায়।
তারপর, শোনো, মহাজ্ঞানী।
বিচিত্র স্বভাব হেরি বিভিন্ন লোকের,
নাহি মেলে যদি হেন জন—
জীবনের সুখ-দুঃখে ধর্ম্ম-কর্ম্মে যেই
হ'বে ভাগী আপনার স্বার্থ হিংসা ত্যজি',
কিম্বা, যদি পত্নী মোর হয় অন্যরূপ,—
ব্যর্থ হ'য়ে যাবে মোর অমূল্য জীবন,
কুসুমে কীটের জ্বালা সহি' অনুক্ষণ,
জীবনের বাকী বেলা হইবে যাপিতে।
আদর্শ রমণী যদি ভাগ্যে নাহি জোটে—
বৃথা দার পরিগ্রহ—বৃথা এ জীবন।

জয়ন্ত। যদি সত্য এ ধারণা তব,
সত্য কর আমার সম্মুখে—

যদি হেন জন মেলে পত্নী কেহ তব—
করিবে বিবাহ তারে প্রশান্ত অন্তরে ?

উদাস। চির শুভাকাঙ্ক্ষী মহারাজ ,
পুত্রজ্ঞানে স্নেহ মোরে কর বুঝিয়াছি।
তব সব গুণবান্ মোর পূজ্য জনে—
কোনোদিন অনাদর করিতে নারিব।
তোমার আশীষ বাণী, তব স্নেহ-ধারা,
যদি পশে শিরে মোর—ধন্য মোরে গণি।

জয়ন্ত। বড় প্রীত হইলাম আজ ;
কিন্তু স্মৃতি-পথে রেখো তব বাক্যদান ,
নিজেরে প্রস্তুত করি' রাখিও সদাই।
চিন্তা কর ক্ষণ কাল, আমি আসি ঘুরে। (প্রস্থান)
[বাহিরে সানাই বাজিতে লাগিল]

উদাস। (ঊর্দ্ধে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া)
"কা তে কান্তা, কস্তে পুত্রঃ ?
সংসারোঽয়ম্ অতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আযাত
স্তত্ত্বং চিন্তয তদিদং ভ্রাতঃ॥ (১)

নলিনী-দলগত জলবত্তরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং।

ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥ (২)

দিন যামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু
স্তদপি না মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ (৩)

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং
তদপি না মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥ (৪)

বালস্তাবৎ ক্রীড়াশক্ত
স্তরুণ স্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধ স্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ (৫)

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত
স্তাবন্নিজ পরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জর দেহে
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥" (৬)

[বলিতে বলিতে সজল নেত্রে ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিল]

(দৃশ্যান্তর)

(১) কে ইবা তোমাব স্বামী, কে ইবা তোমাব পুত্র, । এই সংসার অতি বিচিত্র স্থান। তুমি কার বা কোথা হইতে আসিযাছ—সেই কথাই ভাই ভাবিয়া দেখ।

(২) পদ্ম পত্রেব জ ল যেমন চঞ্চল, এই মানুষের জীবনও তেমনি চঞ্চল (অস্থাযী), এ জগতে সাধু সঙ্গই কেবল সংসার-সমুদ্র পাব কবিয়া দিবার তবণী।

(৩) দিন ও রাত্রি, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল, শীত কাল ও বসন্ত কাল যাইতেছে এবং আবাব আসিতেছে। এহ ভাবে কালেব ক্রীড়া চলিযাছে। কিন্তু তবু হায়। মানুষের ভোগের আশা যাইতেছে না।

(৪) দেহ গলিযা যাইতেছে, মাথার চুল পাকিযা সাদা হইয়া যাইতেছে, মুখ দন্তহীন হহযা যাইতেছে এবং হস্তাস্থিত যষ্টি কাপিতেছে। হায। তবুও মানুষেব আশা যাইতেছেন।

(৫) বাল্যকালে মানুষ খেলা লইযা ব্যস্ত থাকে তরুণ জীবনে তরুণীতে আশক্ত হয, বৃদ্ধ কালে চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু পরম পুরুষ ঈশ্বরকে কেহ ভাবিযা দেখেনা।

(৬) যতদিন নিজেব অর্থ উপার্জ্জনেব ক্ষমতা থাকে, ততদিনই আপনাব পরিবাববর্গ ভালবাসিযা থাকে, তাবপব বার্দ্ধক্য আসিযা যখন জর্জ্জবিত কবিযা ফেলে তখন সংসারে কেহই কোনো সংবাদ লয না।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের অপর অংশ।

[প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে বসিবার আসন এবং স্থানটি বিচিত্র বর্ণের পুষ্প-পত্রে সুশোভিত। বাহিরে মধ্যে মধ্যে শানাই ধ্বনি।...একদিকে **ইন্দিরা** ও **শিক্ষয়িত্রী** এবং অপর দিকে যথাক্রমে **শ্যামলী, প্রভাতী, আরতি, বিজলী, বীণা, লীনা, ইরা,** ও **মীরা**; সকলেই বিচিত্র বেশে সুসজ্জিত]

ইন্দিরা। শ্যামলী। মা! এবারে, তোমার দলের মেয়েদের নৃত্যগীত শোনাও!

শ্যামলী। নৃত্য-গীত হ'বে, না, কবির রচিত সেই অভ্যর্থনাগান হ'বে?

শিক্ষয়িত্রী। কবির গান ত এখন হ'বে না। সে হ'বে যখন আমাদের অজয় এসে পৌঁছুবে। আর কবির গান ত কবির অসাক্ষাতে হ'লে চ'লবে না। তাঁন গান তাঁরই মুখে শুনতে ভাল লাগবে। তার সঙ্গে মেয়েরা সমস্বরে গাইবে। এখন তোমার সেখানো নৃত্য-গীতই হোক্।

ইন্দিরা। শ্যামলী। শ্যামলী।
কি-আনন্দ জাগে মোর প্রাণে.
কেমনে জানাব তা' সবার মাঝারে।
যদি কোনোদিন হোস্ পুত্রবতী তুই,

বুঝিতে পারিবি তবে—
বহুদিন না দেখিয়া সন্তানের মুখ,
কি-আনন্দ হয প্রাণে গর্ভধারিণীর ;
যবে সেই সন্তানের সুদীর্ঘ বিরহ
মিলনে মধুর হ'য়ে, মার চিত্ত ভরে।
আজ যেন কোনো দুঃখ নাই ;
কোনো শোক কোনো ব্যথা নাহি বিশ্বমাঝে।
আজ শুধু চায় প্রাণ বসিযা বসিযা,
অনন্ত আনন্দ-স্রোতে ভাসিযা চলিতে।
গাও গান, কর নৃত্য, যত আছে জানা।
আসুক নামিয়া মর্ত্ত্যে স্বর্গলোক আজ ;
দেবগণ নরলোকে আসুক নামিযা,
বরষিতে করুণার অবিরাম ধারা—
বহুদিন পরে ফেরা অজয়ের সাথে।

শ্যামলী। তবে তোরা প্রাণ ভ'রে কবির রচিত
অন্য গান কর্ সবে অশ্রান্ত হরষে।
আজ এই নৃত্য-গীত যেন তেমাদের
জীবনে সবার থাকে চির দীপ্যমান।

[**শ্যামলী, প্রভাতী** ও **আরতি** শুধু গান করিতে লাগিল ; **বিজলী** প্রভৃতি বালিকারা নৃত্য-গীত করিতে লাগিল]

নৃত্য-গীত (সুর—মালকোষ)

(আজি) অম্বরে অম্বরে পর্ব্বত-কন্দরে
জলধি-বীচির 'পরে কি সুর বাজে।
(আজি) কোটি গ্রহ-তারা দলে কি-জ্যোতির মালা দোলে
কি-রাগিনী হৃদে জাগি' ভুলায় কাজে।

(ওরে) কে বাঁশী বাজায় দেখ্ ছুটিয়া,
(ওরে) কার আশে দুখ যায় টুটিয়া ?
ফেলেদে ফেলেদে আজই
পুরোণো ফুলের সাজি,
কম্বু উঠিল বাজি' সলাজে।

নিয়ে আয় ফুল-মালা,
নবীন বরণ ডালা,
উলু দাও পুরবালা এ সাঁঝে।

প্রভাতী। (স্বগতঃ) কেন ব্যথা হেন শুভক্ষণে
জাগে প্রাণে বুঝিতে না পারি।
আনন্দ যদিও জাগে সকলেরই মত,
কেন যে বিষাদ আসে, কে দেবে বলিয়া ?

ইন্দিরা। শ্যামলী ! সাজায়ে আজ নবীন বসনে
হেথা নিয়ে আয় তোর পাগ্‌লী মাসীরে।
আজিকার দিনে যেন কারও প্রাণে ব্যথা—
না বাজে দেখিস্ চারিদিকে।

আজ মহামিলনের দিন ;
কোনো কবি কোনো দিন এ হেন মিলন
কল্পনায পারেনি আনিতে।

শ্যামলী　　　যাই ত্বরা করি'।

ইন্দিরা।　　　আরও কাজ আছে তোর তরে ;—
আরতির জননীরে, ভাই ভগ্নিগণে
আনিবি সাথেতে ল'য়ে এ উৎসব মাঝে।

শ্যামলী　　　বহু আগে বলিয়াছি' সবাই প্রস্তুত ;
হয়ত, আসিবে তারা ক্ষণকাল পরে।—
চলিলাম আমি।

(প্রস্থান)

শিক্ষয়িত্রী।　　　(ইন্দিরাকে লক্ষ্য করিযা)
মহারাণী। লক্ষ্মীরূপা তুমি।
জানিলাম প্রভাতীর জীবনের কথা,
আরও যাহা ছিল গুপ্ত রহস্যের মাঝে।
তাই মনে হয়, তুমি কত গুণবতী !
যবে মাতৃহারা হ'যে নিবিড় কাননে,
ক্রন্দন করিতেছিল দুগ্ধপোষ্য শিশু—
যদি তুমি দয়া ক'রে না আনিয়া তুলি'
দয়াহীনা রমণীর মত তা'রে ফেলে,
আসিতে চলিয়া সেই বন হ'তে ফিরে,—
তা হ'লে প্রভাতী আজ থাকিতনা বাঁচি' ;
কবে হ'য়ে যেত তা'র জীবনের শেষ।

কিন্তু ভাবি—
কেমনে এমন কথা রেখেছিলে তুমি
এত দিন আঁধারের কোলে।
শুনি, চিরদিন নাকি নারীর হৃদয়ে—
কোনো গোপনীয় কথা থাকিতে পারে না,
কিন্তু আজ হেরি অন্যরূপ।

ইন্দিরা। যদি তাহা প্রকাশের না থাকিত বাধা,
চিরদিন হয়ত বা গুপ্ত তা' থাকিত।
কিন্তু এবে মিলনের দিন সমাগত,
তাই সেই গুপ্ত কথা ক'রেছি প্রকাশ।
আজি মহামিলনের দিন।

[বাহিরে সহসা বাদ্য ধ্বনি ও শানাইএর শব্দ এবং পরে "**জয় কুমারের**" **জয়** ধ্বনি—শত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল। অমনি **বিজলী** প্রভৃতি ছুটিয়া গিয়া কেহ কেহ শঙ্খ, কেহ কেহ ফুলের মালা, কেহ কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিল এবং সকলে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করিতে লাগিল। সেই সময়ে **অনলের** গলা ধরিয়া **অজয়ের** ও তাহার পশ্চাতে **মলয়, শ্যামল, মরু, শিবনাথ, কমল, শিবেন** এবং তাহার পশ্চাতে **প্রভাতীর অন্ধ মাতার** হাত ধরিয়া ও **পাগ্‌লীকে** সঙ্গে করিয়া **শ্যামলীর** প্রবেশ। **ইন্দিরা** ছুটিয়া আসিতে না আসিতেই মাঝ পথে গিয়া **অজয়** ইন্দিরাকে প্রণাম করিতেই **ইন্দিরা** সজলনেত্রে তাহার

মুখ চুম্বন করিলেন এবং **বিজলী** ও **মীরা অজয়ের** গলায় সঙ্গে সঙ্গে মালা পরাইয়া দিল]

অজয়। এসেছে ফিরিয়া পুনঃ অধম সন্তান
পূজিতে জননী-জন্ম-ভূমি-পিতৃ-পদ।
ফিরে নাও কোলে পুনঃ মাগো স্নেহময়ী।
ক্ষমা করো অপরাধ অতীত দিনের।
পাইয়াছি বহু শিক্ষা, কৃপাগুণে তব
দেশ দেশান্তরে ফিরি' ঠেকিয়া সহিয়া।
ভ্রম মোর ভাঙ্গিয়াছে মাগো।
শিখিয়াছি সেই শিক্ষা, যাহা পিতামাতা
শিশুকাল হ'তে মোরে দিয়াছে যতনে।
ঘুরিলাম বহু দেশ, দেখিলাম কত
নরনারী-বৃদ্ধ-যুবা এক্ষুদ্র জীবনে।

ইন্দিরা। আনন্দ অপার বৎস আমার অন্তরে ;
শুনিলাম মুখে তব ভাঙ্গিয়াছে ভ্রম।
শুনিবারে সাধ আরও অভিজ্ঞতা তোর।

অজয় বুঝিলাম, শিখিলাম, এই—
অর্থে বড যেইজন, তা'রে মানে তা'রা,
যারা খোঁজে অর্থ তা'র কাছে ;
মহৎ যে জন, তা'র গুণ মহীয়ান্।
দরিদ্র ভিক্ষারী হ'য়ে পথে ফিরে যেই—
উদার, সরল, সত্যবাদী, সুবিদ্বান্,

স্নেহময়, উপকারী, সাধু-পথচারী,
যদি হয় কোনো জন,—
তা'র পদরেণুতুল্য নহে ধনী জন—
ধন বিনা গুণ যা'র নাহি আপনার

[**জয়ন্ত, দুর্জ্জয়, উদাস** ও **শিবনাথের** প্রবেশ]

জয়ন্ত। রাণী। প্রস্তুত কি সব আয়োজন ?
কুল পুরোহিত আর সবে সমাগত,
শুভলগ্ন ব'য়ে যায়, কর শুভকাজ।

[**অজয় পুরোহিতকে** ও **মন্ত্রীকে** প্রণাম করিল]

(উদাসকে দেখাইয়া) বৎস। ইনি কবি, আর দার্শনিক,
এঁর নাম ছাইয়াছে আমাদের দেশ,
'কুঞ্জচারী' নাম এঁর—আজিও কুমার,
বহু ভাগ্যে মোর সাথে হ'ল পরিচয়,—
এসেছেন মোর গৃহে অতিথির মত,
তোমারে বরিতে ইনি গেয়েছেন গীত।

[**উদাস** যুক্ত হস্তে মাথা অবনত করিল]

ইঁহার গুণের কথা কি বলিব আর ?
শুনিয়াছ দেশে দেশে এঁর গুণগান।

অজয়। (উদাসকে) চিনেছি আজিকে তোমা হে মহাপুরুষ।
স্মরণ হ'য়েছে আজ ক'বরষ আগে
আমার দেশেতে তুমি এসেছিলে বুঝি।
সে-দিন যে অন্ধ বৃদ্ধে ক'রেছিলে দয়া,

যদিও তা' বুঝি নাই মূর্খ আমি তবে,
বুঝিলাম মূল্য তা'র যবে জ্ঞান হ'ল।
হে কবি! সদয় চিত্ত! প্রেমিক প্রবর!
অপরাধ সে দিনের করো ক্ষমা মোর!

উদাস   (অজয়কে আলিঙ্গন করিয়া)
ক্ষমা করিবার মত যোগ্য আমি নই।
অন্তরে বিরাজে যেই, তিনি ক্ষমাশীল;
চিনিতে পারিলে তাঁরে ক্ষমা চাহিবার
নাহি থাকে প্রয়োজন মানবের কাছে।
অনুতাপ যবে জাগে আপন হৃদয়ে,
তখন বুঝিতে হ'বে, শত অপরাধ—
দিয়া শাস্তি, সেই জন করিয়াছে ক্ষমা।—
সামান্য মানুষ আমি, সাধ্য কি হে ভাই।
'ক্ষমা করিলাম' বলি',
তোমার আত্মার মাঝে অন্তর্যামী কাছে
চির দিন হব অপরাধী?

জয়ন্ত।   শোনো সবে যে যেথায় আছ।—
আজি মহামিলনের দিন;
যুগল তিনটী প্রাণী আজি এই ক্ষণে
হইবে মিলিত শত হর্ষধ্বনি মাঝে।
পুরোহিত সমাগত লগ্ন ব'য়ে যায়।
শুন সবে!—আজি মোর কন্যা শ্যামলীরে

(বলিতে বলিতে **শ্যামলিকে** আনিয়া তাহার হাত **উদাসের** হাতে দিয়া) প্রিয় কবি করে আমি করিনু অর্পণ। (সকলে স্তম্ভিত)

দুর্জ্জয়। শুন সবে আজি হ'তে চির স্নেহশালা,
ভক্তিমতী, গুণবতী বিদুষী আরতি
হ'ল পুত্র-বধূ মোর।

ইন্দিরা। মিলনের পালা এবে হয় নাই শেষ,
(**প্রভাতিকে** লক্ষ্য করিয়া)
এস সেই মাতৃ হারা শিশু।
দুঃখিনী প্রভাতী ' মাগো চেয়ে দেখ্ আজ
মহামিলনের দিন এসেছে দুয়ারে।
যারে ভাল বাসিতিস শিশুকাল হ'তে,
সেই মোর গৃহে ফেরা অজয় স্নেহের
আজ হ'তে হ'ল তব পতি।
(**পাগলীকে** দেখাইয়া)
আর চেয়ে দেখ্ ওই বিধবা রমণী '—
উন্মাদিনী হ'য়ে যেই ফিরে দেশে দেশে,
হারাইয়া আপনার শিশু দুহিতারে—
সে তোর জননী মাগো, চেয়ে দেখ্ আজ।

প্রভাতী। মা। মা। মা। [বলিয়া ছুটিয়া গিয়া **পাগলীর** বুকে মুখ লুকাইল।]

যবনিকা

একই লেখকের লেখা

প্রহেলী ও **দীপক** কাব্য ও কবিতার বই।

প্রহেলী (কাব্য) এবং **দীপক** (কবিতা)

দুইখানি এক সঙ্গে মূল্য ১।০

সুন্দর ছাপা ও কাগজ ;

বাঁধাই আরও সুন্দর

প্রহেলী শৈশব, কৈশোর ও ছাত্র জীবনের সুখ দুঃখ আমোদ প্রমোদ, ক্রীড়া কৌতুক, হাসি-কান্না, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের ভক্তি ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের স্নেহ লইয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা একখানি তরুণ কবির ছাত্র জীবনও পরবর্ত্তী জীবনের শোক-দুঃখ হতাশার বেদনা জড়িত করুণ কাব্য। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

দীপক সহজ সরল কতকগুলি করুণ কবিতার সমষ্টি। আমার বাঙ্গলা দেশ', 'ভিখারীর মা,' 'খোকার ঝি,' 'মতি লাল প্রবাসে মুক্তির অভিযান,' 'ভিক্টোরিয়া,' 'বিশ্বকবি' ও 'শারদোৎসব' প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ পাওয়া যায়।

| পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় প্রহেলী ও দীপক সম্বন্ধে কএকটি মন্তব্য দ্রষ্টব্য। |

আসাম পথে [১ম খণ্ড]

(যন্ত্রস্থ)

কোন পতিতা ভদ্র বংশীয়া বাল্য বিধবার করুণ ও লোম হর্ষণ আত্ম কাহিনী সংগ্রহ। আসাম যাইবার পথে কেমন করিয়া কিভাবে গ্রন্থকারের সহিত তাঁহার দেখা হয়, এবং কেমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গ্রন্থকার স্ত্রীলোকটীর নিজের লেখা জীবনী সংগ্রহ করেন—তাহা এই পুস্তকে লেখা আছে। বই খানি সামাজিক দুর্নীতি ও নৈতিক শিক্ষা এবং কতকগুলি লোমহর্ষণ ঘটনাও মনস্তত্ত্ব লইয়া—রূঢ় সত্যকে মূর্ত্তিময় করিয়া তুলিয়াছে।

"প্রহেলী ও দীপক" সম্বন্ধে ক'একটি অভিমত

LIBERTY—25th. aug., 1931···What we have appreciated in the book is the sincerity of the writer. He writes out as he feels. The book divides in to two parts. In the first part the writer at first recalls with sorrow many of his past sweet memories and comparas them regretfully with his later bitter environments. He is overpowered. Then, as it appears, he learns and realises a new truth, which enlightens him, enlivens his spirit and brings joy and hope to his oppressed mind. The second part consists of a number of stray poems of varied interests...they are simple and sincere. Imagination is seldom twisted. The printing and get up of the book is delightful."

বঙ্গবাণী—(২২শে ভাদ্র, ১৩৩১) 'প্রহেলী ও দীপক' দুইখানি বই একসঙ্গে গ্রথিত। প্রকৃতি ও জীবন এবং বাহিরের নানা ঘটনা সম্বন্ধে কবিতা এই দুইখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নানা ছন্দের নানা কবিতা এই পুস্তক খানিতে আছে।"

'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক
রায় বাহাদুর জলধর সেন :—

এই গ্রন্থ লিখিত কবিতা গুলি পাঠ করিলাম। কবিতাগুলি সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সকলগুলি কবিতাই সুখপাঠ্য হইয়াছে; কষ্ট কল্পনা অতি কমই আছে—হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই সহজ ও সরল ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত অধিক কিছু বলিবার অধিকার আমার মত গণ্ড মানুষের নাই। ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৩৭।

প্রবর্ত্তক—চৈত্র, ১৩৩৮—প্রহেলী ও দীপক কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসধারা সহজ সরল ছন্দে ঝরিয়াছে; ছাপা ও বাঁধানো বেশ ভাল।

প্রাপ্তিস্থান—

ডি, এম্ লাইব্রেরী

৬১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।